# দেব-গীতি

ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণাশ্রিত

মহাত্মা

## দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার রচিত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অর্চ্চনালয়ের সেবক-মণ্ডলী দ্বারা প্রকাশিত।

৩৯ নং দেবলেন, ইটালী।

তৃতীয় সংস্করণ।

১৬৬ নং বহুবাজার বসুমতী ইলেক্‌ট্রিক মেসিন যন্ত্রে

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

কলিকাতা

পৌষ—১৩৩২ সন।

[ মূল্য ।৵৹ ছয় আনা

## প্রাপ্তিস্থান ঃ

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অর্চ্চনালয়

৩৯ নং দেবলেন, ইটালী

কলিকাতা।

২। উদ্বোধন-আফিস

১নং মুখার্জ্জি লেন,

বাগবাজার, কলিকাতা।

৩। কলিকাতার প্রধান প্রধান

পুস্তকালয়।

ভগবান্ শ্রী

# অবতরণিকা

—*—
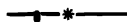
ইটালী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-অর্চ্চনালয়ের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্মগাথা প্রচারিত হইল। সুনিপুণ শিল্পীর রচনা-কৌশল এ গাথায় প্রতিভাত হয় নাই; এগুলি প্রকৃতির উদ্দাম-সৌন্দর্য্যভরা বনপ্রসূন। মার্জ্জিত কথা-প্রয়োগের আড়ম্বর নাই, দীর্ঘ অনুপ্রাসের ছটা নাই, হাবভাবের ছড়াছড়ি নাই;—কেবল সরল ব্যাকুল প্রাণের আবেগময় উচ্ছ্বাস। দেবেন্দ্রনাথ এই গীতিনিচয় আবৃত্তি করিতে করিতে তন্ময় হইয়া পড়িতেন, দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া যাইত; তাঁহার শিষ্য ও অনুরক্ত ভক্তগণের এগুলি বড় আদরের সামগ্রী। ধর্ম্মানুরাগিগণ ঈদৃশ ধর্ম্ম-সঙ্গীতের আলোচনায় শান্তি ও প্রীতি উপভোগ করিতে পারিবেন, সম্পূর্ণ আশা করা যাইতে পারে।

সন ১২৫০ সালে ২৪শে পৌষ তারিখে জেলা যশোহরের অন্তর্গত চেঙ্গুটিয়া রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী জগন্নাথপুর গ্রামে দেবেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। দেবেন্দ্রনাথের ভূমিষ্ঠ হইবার প্রায় দুই মাস পূর্ব্বে তাঁহার পিতা ৺প্রসন্ননাথ মজুমদার মহাশয় লোকান্তরিত হন। মাতা ৺বামাসুন্দরী দেবীর স্নেহাতিশয্যে ও আত্মীয়বর্গের সমধিক আদরে পরিপুষ্ট দেবেন্দ্রনাথ বাল্যাবস্থায় লেখাপড়ায় আদৌ মনোযোগী ছিলেন না। খেলা করিয়া আমোদে আহ্লাদে দিন কাটাইতেন।

দেবেন্দ্রনাথের প্রায় দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাঁহার

অগ্রজ "মহিলা" প্রভৃতি কাব্য গ্রন্থ-প্রণেতা খ্যাতনামা ঋষিকবি ৺সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার তাঁহাকে শিক্ষাপ্রদানার্থ কলিকাতায় আনয়ন করেন। জ্যেষ্ঠ সহোদরের প্রতি দেবেন্দ্রনাথের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল। অন্যান্য দোষ-গুণের ন্যায় বিদ্যানুরাগও কতকটা সংক্রামক। কাব্যচর্চ্চা-নিরত সুরেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে থাকিয়া দেবেন্দ্রনাথ ক্রমে বিদ্যানুরাগী হইয়া উঠেন এবং সঙ্গীত ও সেতার শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। এই সময়ে স্বনামধন্য নাট্যগুরু ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। এই পরিচয় পরে সৌহার্দ্দে পরিণত হইয়াছিল। কাব্যা-লোচনার জন্য গিরিশ বাবু সুরেন্দ্রনাথের নিকট যাতায়াত করিতেন।

সুরেন্দ্রনাথ যোগসাধন করিতেন। দেবেন্দ্রনাথও দেখাদেখি প্রাণায়ামাদি আরম্ভ করেন এবং একাদিক্রমে একাদশবর্ষকাল যোগাভ্যাসে রত থাকেন। এই দীর্ঘ-কালব্যাপী যোগানুশীলনের ফলে দেবেন্দ্রনাথের চিত্তসংযম ও একাগ্রতা জন্মিয়াছিল। তরুণ বয়স হইতেই দেবেন্দ্র-নাথের ধর্ম্মলিপ্সা বলবতী ছিল; সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ভগবদারাধনায় জীবন নিয়োজিত করিবেন, তিনি স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। স্নেহময়ী জননীর নির্ব্বন্ধাতিশয় তাঁহার এই সংকল্পে বিঘ্ন ঘটাইয়াছিল এবং ৩৫ বৎসর বয়সে তিনি দারপরিগ্রহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বিবাহিত জীবনেও দেবেন্দ্রনাথের সাধনাদি ক্রিয়ার ও ভগবৎচর্চ্চার ব্যতিক্রম হয় নাই। তিনি নির্লিপ্ত গৃহী ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের বিবাহের অল্পদিন পরেই সুরেন্দ্র-নাথের মৃত্যু হয়।

একাদশবর্ষকাল যোগাভ্যাসের পর ভগবৎলাভের

প্রশস্ত পন্থা নিরূপণের জন্য দেবেন্দ্রনাথ ব্যাকুল হইয়া উঠেন। ভগবান্ কি, কোথায় থাকেন, কিরূপে তাঁহাকে পাওয়া যায়; কি করিলে তাঁহাকে আপনার করিয়া লওয়া যায়, এই সকল চিন্তা তাঁহাকে উন্মত্তবৎ করিয়া তোলে। তিনি ৺কেশবচন্দ্র সেনের সমাজে যাইতেন, ধর্ম্মগ্রন্থ পাইলেই আদ্যোপান্ত পাঠ করিতেন, সাধুসন্ন্যাসীর কথা শুনিলেই দেখিবার জন্য ছুটিতেন, কিন্তু প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটিত না। ক্রমে তাঁহার আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। এই দারুণ উৎকণ্ঠাবস্থায়—১২৮৭ সালে এক দিন এক বন্ধুর আবাসে একখানি পুস্তকে "দক্ষিণেশ্বরনিবাসী পরমহংসদেবের" কথা পাঠ করিয়া তিনি শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের দর্শন-লালসায় অধীর হন এবং নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার নিকট গমন করেন। প্রথম দর্শনেই উভয়েই যেন পরস্পরের চিরপরিচিত, যেন নিতান্ত আত্মীয় বোধ করিয়াছিলেন। প্রথম সাক্ষাৎকারের কিছু দিন পর হইতে দেবেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে সর্ব্বদা যাতায়াত করিতে লাগিলেন এবং সাক্ষাৎ ভগবৎ স্বরূপ গুরুলাভ করিয়া তদীয় শ্রীপাদপদ্মে যোগ-সাধনাদি সমস্ত অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। স্নিগ্ধ ভক্তিমার্গ দেবেন্দ্রনাথের নয়ন-সমক্ষে উন্মোচিত হইল; অশান্তিক্লিষ্ট হৃদয়ে শান্তিরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

অগ্রজের মৃত্যুর পর সংসারের সমস্ত ভার দেবেন্দ্রনাথের উপর পতিত হয়। পাথুরিয়াঘাটার বিখ্যাত ঠাকুরবংশের ষ্টেটে দেবেন্দ্রনাথ প্রথম বৈষয়িককার্য্যে প্রবৃত্ত হন, পরে ১৩০৩ সালে ইটালীস্থ জমিদার ৺দেবনারায়ণ দেব মহাশয়ের ষ্টেটে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তিনি সপরিবারে ইটালীতে আসিয়া বাস করেন। ইহার

কিয়ৎকাল পরে তাঁহার পত্নীবিয়োগ হয়। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ দেবেন্দ্রনাথকে বড় ভালবাসিতেন। স্বামীজীর নির্দ্দেশানুসারে দেবেন্দ্রনাথ সন ১৩০৭ সালে "ইটালী রামকৃষ্ণ মিশন" স্থাপন করেন। বিপন্নের উদ্ধার, পীড়িতের শুশ্রূষা, সহায়বিহীনা বিধবা ও অনাথ বালক-বালিকাগণকে যথাসম্ভব গ্রাসাচ্ছাদন প্রদান, এই মিশ-নের অন্যতম উদ্দেশ্য। দেবেন্দ্রনাথের সাধু সংকল্পে প্রোৎসাহিত হইয়া তাঁহার কতিপয় শিষ্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া ঐ ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলে ও অর্থে কয়েকটি নিরুপায় দুঃস্থ পরিবারের অভাব মোচন করিতে প্রবৃত্ত হন। দেবেন্দ্রনাথের সেই অনুষ্ঠিত কার্য্য এখনও চলিয়া আসিতেছে। ইটালী শাখা-মিশন এখন শ্রীরামকৃষ্ণ অর্চ্চনালয় নামে অভিহিত।

আত্মবলিদানের এক জলন্ত দৃষ্টান্ত লইয়া ইটালী রামকৃষ্ণ মিশন বঙ্গের ঘরে ঘরে পরিচিত হয়। ১৩১৪ সালের ২৯শে বৈশাখ তারিখে এই মিশনভুক্ত দেবেন্দ্র-নাথের আশ্রিত ভক্ত ৺নফরচন্দ্র কুণ্ডু ভবানীপুরে এক রাস্তার ম্যান্‌হোল্ হইতে দুই জন মুসলমান কুলীকে উদ্ধার করিতে গিয়া নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। এই অপরূপ আত্মবিসর্জ্জন লইয়া ইংরাজী ও দেশীয় পরিচালিত সংবাদপত্র সমূহের স্তম্ভে প্রশংসার রোল প্রতিধ্বনিত হয় এবং চারিদিক্ হইতে নফরচন্দ্রের পরিবারবর্গের সাহায্যার্থ চাঁদা উঠিতে থাকে। কলিকাতার সহৃদয় ইংরাজগণ এই কার্য্যে অগ্রণী হইয়াছিলেন এবং রাজা মহারাজা হইতে সামান্য শ্রমজীবী পর্য্যন্ত ইহাতে যোগদান করেন। প্রায় ৭০০০৲ টাকা সঞ্চিত হইলে কার্য্যনির্ব্বাহার্থ একটি কমিটী গঠিত হয়। তদানীন্তন কলিকাতা করপোরেশনের

চেয়ারম্যান্ সার্ চার্লস্ য়্যালেন্, ইংলিশম্যান্ সংবাদ-পত্রের সম্পাদক, ষ্টেটস্‌ম্যান্ সম্পাদক, ইণ্ডিয়ান মিরার সম্পাদক স্বর্গীয় রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুর, শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেণ্ট পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও ইটালী শাখা-মিশনের প্রেসিডেণ্ট স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, এই ছয় জন কমিটীর সদস্য নির্ব্বা-চিত হন। কমিটীর কয়েকটি অধিবেশনে দেবেন্দ্রনাথের সরল নির্ভীক যুক্তিপূর্ণ উক্তি শুনিয়া সাহেবগণ চমৎকৃত হইয়াছিলেন। সংগৃহীত অর্থ হইতে দেবেন্দ্রনাথের প্রস্তাবমত ভবানীপুরে সাউথ চক্রবেড়িয়া রোডে নফর-চন্দ্রের অদ্ভুতকীর্ত্তি চিরস্মরণীয় রাখিবার জন্য স্মৃতিস্তম্ভ সংস্থাপিত হয় এবং নফরের বৃদ্ধ পিতা, বিধবা স্ত্রী, শিশু-কন্যা ও ধাত্রীমাতা আজীবন বৃত্তি পাইবেন, স্থির হইয়া যায়।

সন ১৩১৩ সাল হইতে দেবেন্দ্রনাথের স্বাস্থ্যভঙ্গের সূত্রপাত হয়। অতঃপর তিনি বৈষয়িক কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য মীরাট, বীর-ভূম, মধুপুর প্রভৃতি স্থানে গমন করেন। তাঁহার মীরাটে অবস্থানকালে প্রবাসী বঙ্গসন্তানগণের যত্নে ও আগ্রহে তথায় অর্চ্চনালয়ের এক শাখা স্থাপিত হয়। মীরাটে দেবেন্দ্রনাথ ডবল্ নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হন। সে যাত্রা জীবনরক্ষা হইলেও তাঁহার স্বাস্থ্য একে-বারে নষ্ট হইয়া যায়। সন ১৩১৮ সালের ২৭শে আশ্বিন শনিবার বেলা ১টা ৫৫ মিনিটের সময় ইটালী শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণ অর্চ্চনালয়ে দেবেন্দ্রনাথ মহাসমাধি প্রাপ্ত হন।

দেবেন্দ্রনাথ সত্যনিষ্ঠা ও নিঃস্বার্থ ভালবাসার প্রতি-মূর্ত্তি ছিলেন। যিনি একদিনের জন্যও দেবেন্দ্রনাথের

সংস্রবে আসিয়াছেন, তিনি তাঁহার বালকবৎ আচরণ, সত্যানুরাগ ও নিঃস্বার্থ অযাচিত ভালবাসা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন। দীনদরিদ্রের এমন বন্ধু বুঝি আর কখনও ছিল না! জমিদারিসেরেস্তায় কার্য্যকালে সামান্য বেতন পাইয়াও দেবেন্দ্রনাথ কষ্টেসৃষ্টে কোন রকমে সংসার চালাইবার উপযোগী কিঞ্চিৎ অর্থ রাখিয়া অবশিষ্ট সমস্ত দরিদ্রসেবায় ব্যয় করিতেন। পরিণতবয়সে দেবেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্যক্ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি সর্ব্বক্ষণ ভগবৎপ্রসঙ্গ লইয়া থাকিতেন, নামানুকীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে দেবেন্দ্রনাথ ঈশ্বরের পূর্ণাবতার বলিয়া মানিতেন এবং নিজের অস্তিত্ব শ্রীগুরুচরণে মিশাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই সেই মহাবাক্য স্মরণ করিতেন :—

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি-<br>
র্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।<br>
ত্বয়া গুরুদেব! হৃদিস্থিতেন<br>
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

গুরুর প্রতি ঈদৃশী অচলা ভক্তি সত্ত্বেও দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম্মসম্বন্ধে উদারমতাবলম্বী ছিলেন। তিনি কাহারও ভাব নষ্ট করিতে চাহিতেন না; সকলকেই বলিতেন, "বাবা, তুমি যাঁহাকে ভাবিতে ভালবাস, যাঁহাকে তোমার মহান্ আদর্শ মনে কর, দিনান্তেও একবার তাঁহাকে ডাকিও, একবার তোমার সম্মুখে সেই আদর্শ ধরিও; তিনিই তোমায় পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবেন।" দেবেন্দ্রনাথের মধুরবাণী শ্রোতৃবর্গের প্রাণে তৃপ্তি ঢালিয়া দিত।

আজ মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ ইহজগতে নাই। আরব্ধ

পরহিতব্রতের উদ্‌যাপনের ভার সাধারণের উপর ন্যস্ত করিয়া দেবেন্দ্রনাথ অমরধামে তাঁহার সাধের জগদ্‌গুরুর সহিত সম্মিলিত হইয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথের সদনুষ্ঠানের পুষ্টিসাধন এখন সাধারণের সহানুভূতিসাপেক্ষ।

## তৃতীয় সংস্করণ

দেবগীতির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। প্রথম সংস্করণের ন্যায় দ্বিতীয় সংস্করণের সমস্ত পুস্তক অল্পকাল-মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল। নানাকারণে নূতন সংস্করণ ছাপিতে বিলম্ব হইয়াছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সাক্ষাতে ভক্তমণ্ডলীকর্ত্তৃক বহুবার গীত 'শ্রীকৃষ্ণ-ধ্যান' এত দিনে সম্পূর্ণ সংগৃহীত হওয়ায় এই সংস্করণে সন্নিবিষ্ট করা হইল। ভক্তগণের অনুরোধে গ্রন্থের গৌরববর্দ্ধনার্থ শ্রীশ্রীঠাকুরের ও শ্রীশ্রীমার দুইখানি ছবি অতিরিক্ত এবারে দেওয়া গেল। কাগজ ভাল দেওয়া হইয়াছে। গানগুলি বিষয়ানুযায়ী সাজান হওয়ায় গ্রন্থ কলেবর বৃদ্ধি হইয়াছে। মূল্য ।/০ স্থলে ।৵০ করা হইল।

সুবিখ্যাত 'বসুমতী' সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারী ও শ্রীশ্রী পরমহংসদেবের অন্যতম ভক্ত ৺উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় পিতার ন্যায় এবারও পুনর্মুদ্রণের ব্যয়ভার বহন করায় দেবগীতি পুনরায় প্রকাশিত হইল। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট অর্চ্চনালয়ের সেবকগণ চিরকৃতজ্ঞ।

কল্পতরু-উৎসব,
১লা জানুয়ারী ১৯২৬।
ইটালী, কলিকাতা।

বিনীত
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অর্চ্চনালয়ের
সেবকগণ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অর্চ্চনালয় হইতে

প্রকাশিত গ্রন্থাবলী ঃ—

১। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা

মূল, শ্রীধরী টীকা অন্বয়মুখে সাজান, ও বঙ্গানুবাদসহ

ব্রহ্মচারী প্রাণেশকুমার কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

পকেট্ এডিসন (২য় সংস্করণ মূল্য) ||৵০ দশ আনা মাত্র।

২। শ্রীশ্রীচণ্ডী

মূল, টীকা, বঙ্গানুবাদ। (যন্ত্রস্থ)

৩। মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথের জীবনচরিত (যন্ত্রস্থ)

গ্রন্থকার—

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সেন গুপ্ত,

এম্, এ, বি, এল্।

# বিষয়-সূচি

—*—

# সূচিপত্র

—•—

( বর্ণমালা অনুসারে )

পৃষ্ঠা

## কবিতাবলী ঃ—

# দেব-গীতি

## শ্রীগুরুস্তবাষ্টক

### ( তোটক )

গৌরসারঙ্গ—ঠুংরী।

( ১ )

ভবসাগর-তারণ কারণ হে,
রবি-নন্দন-বন্ধন খণ্ডন হে,
শরণাগত কিঙ্কর ভীত মনে,
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে॥

( ২ )

হৃদিকন্দর-তামস-ভাস্কর হে,
তুমি বিষ্ণু প্রজাপতি শঙ্কর হে,
পরব্রহ্ম পরাৎপর বেদ ভণে,
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে॥

( ৩ )

মন-বারণ-শাসন অঙ্কুশ হে
নরত্রাণ তরে হরি চাক্ষুষ হে,
গুণগান-পরায়ণ দেবগণে,
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥

( ৪ )

কুলকুণ্ডলিনী-ঘুম-ভঞ্জক হে,
হৃদিগ্রন্থি-বিদারণ-কারক হে,
মম মানস চঞ্চল রাত্রদিনে,
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥

( ৫ )

রিপুসূদন-মঙ্গল-নায়ক হে,
সুখশান্তি-বরাভয়-দায়ক হে,
ত্রয়তাপ হরে তব নামগুণে,
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥

( ৬ )

অভিমান-প্রভাব-বিমর্দ্দক হে,
গতিহীন জনে তুমি রক্ষক হে,
চিত শঙ্কিত বঞ্চিত ভক্তিধনে,
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥

( ৭ )

তব নাম সদা শুভ-সাধক হে,
পতিতাধম-মানব পাবক হে,
মহিমা তব গোচর শুদ্ধ মনে,
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥

( ৮ )

জয় সদ্গুরু ঈশ্বর-প্রাপক হে,
ভবরোগ-বিকার-বিনাশক হে,
মন যেন রহে তব শ্রীচরণে,
গুরুদেব দয়া কর দীনজনে ॥ ১

---

## শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণজয়াষ্টক

গৌরসারঙ্গ—ত্রিতালী।

( ১ )

ভবভয়-ভঞ্জন, পুরুষ নিরঞ্জন
রতি-পতি-গঞ্জনকারী।
যতিজন রঞ্জন, মনোমদ-খণ্ডন
জয় ভববন্ধনহারী ॥

( ২ )

জয় জনপালক, সুরদল নায়ক,
জয় জয় বিশ্ববিধাতা।
চিরশুভ-সাধক, মতিমল-পাবক,
জয় চিত-সংশয়ত্রাতা॥

( ৩ )

সুরনর-বন্দন, বিজয়-বিবর্দ্ধন,
চিত-মন-নন্দনকারী।
রিপুচয়-মন্থন, জয় ভবতারণ,
স্থলজল-ভূধরধারী॥

( ৪ )

শমদম-মণ্ডন, অভয় নিকেতন,
জয় জয় মঙ্গলদাতা।
জয় সুখ-সাগর, নটবর নাগর,
জয় শরণাগত-পাতা॥

( ৫ )

ভ্রমতম-ভাস্কর, জয় পরমেশ্বর,
সুখকর-সুন্দর-ভাবী।
অচল সনাতন, জয় ভব-পাবন,
জয় বিজয়ী অবিনাশী॥

( ৬ )

ভক্ত বিমোহন, বরতনুধারণ,
জয় হরিকীর্ত্তন ভোলা।
গদগদ ভাষণ, চিতমনতোষণ,
ঢল ঢল নর্ত্তন-লীলা ॥

( ৭ )

মাত-গণত-বর্দ্ধন, কলিবলমর্দ্দন,
বিষয়-বিরাগ-প্রসারী।
জড়চিত-চেতক, ভবজল-ভেলক,
জয় নরমানসচারী ॥

( ৮ )

জয় পুরুষোত্তম, অনুপম সংযম,
জয় জয় অন্তরযামী।
খরতর সাধন, নরদুখ-বারণ,
জয় রামকৃষ্ণ নমামি ॥ ২ ॥

# প্রার্থনাষ্টক

( "বসন পর মা বসন পর মা" সুর )

মঙ্গল—কাওয়ালী।

( ১ )

দাসের প্রার্থনা পূর্ণ কর দয়াময় ।
তব পদে মতি রতি সদা যেন রয় ॥

( ২ )

তব পথ হ'তে যেন দূরে নাহি যাই ।
যখন যে ভাবে থাকি তব গুণ গাই ॥

( ৩ )

নিবারিতে নারি প্রভু কুমতি প্রবল ।
প্রাণনাথ কৃপা করি দাও হৃদে বল ॥

( ৪ )

পরনিন্দা পরচর্চ্চা হ'তে রাখ দূরে ।
তব গুণগাথা সদা প্রাণে যেন স্ফুরে ॥

( ৫ )

অহঙ্কার অভিমান কিছুতে না যায় ।
করুণায় দাস ক'রে রাখ রাঙা-পায় ॥

( ৬ )

বিষয়ে সহজে হয় আসক্তি যেমন।
তোমাতে তেমতি যেন লিপ্ত থাকে মন॥

( ৭ )

লোকমান্য নাহি চাই কর দীনহীন।
দীননাথ! এস হৃদে ফুরাইল দিন॥

( ৮ )

অসংখ্য আমার ত্রুটি করি সংশোধন।
কৃতার্থ কর হে দাসে এই আকিঞ্চন॥ ৩॥

---

## বন্দনা

মাড়—একতালা।

ধুয়া—

পবিত্র হৃদয়ে এস হে গাই,
গীত-বন্দনা মধুরস্বরে।
কামারপুকুর গ্রাম, বন্দ মন অবিরাম,
প্রভুজন্মভূমি পুণ্যভূধাম।

গুরুপত্নী জগন্মাতা, জনম লভিলা যথা
বন্দ জয়রামবাটী গ্রাম ॥
ভক্তিভরে জুড়ি কর, বন্দ মন দক্ষিণেশ্বর,
প্রভুলীলাভূমি তীর্থ-মণি।
যথা নানা ভাবরঙ্গে, বিহারিলা ভক্তসঙ্গে,
প্রেমতরঙ্গে প্রভু গুণমণি ॥
বন্দ পঞ্চবটীতল, প্রভুর সাধনাস্থল,
বন্দ মন বিল্বতরুবর।
জীবের কল্যাণ তরে, যথা প্রভু অকাতরে,
তপ কৈলা দ্বাদশবৎসর ॥
বন্দ ভগবান ইষ্ট, বিশ্বগুরু রামকৃষ্ণ,
বন্দ গুরুজায়া জগন্মাতা।
বন্দ পারিষদগণে, আগত প্রভুর সনে,
লীলা হেতু অবতীর্ণ হেথা ॥
সাঙ্গোপাঙ্গ আদি করি, কি সন্ন্যাসী কি সংসারী,
যে রূপে যে ভাবে যে যথায়।
অবনী লুটায়ে বন্দ, রামকৃষ্ণভক্তবৃন্দ,
পদরেণু ধরিয়া মাথায় ॥
বন্দ যত ভাগ্যবানে, জনমিয়া ধরাধামে,
প্রভুর পাইল দরশন।
অতিথি মহান্ত কিবা, যে আশ্রমভুক্ত যে বা,
কিবা হিন্দু খৃষ্টান যবন ॥

যাঁহার লীলায় হেথা, পশু-পাখী তরুলতা,
কীট কি প্রতঙ্গ জলে স্থলে।
কিবা জড় কি চেতন, পরশিল শ্রীচরণ,
বন্দ মন প্রত্যেকে সকলে॥ ৪ ॥

## ধ্যান

ঝিঁঝিট—একতালা।

বন্দে দেব রামকৃষ্ণ কলিকলুষনাশন। (প্রভু)
পূর্ণব্রহ্ম অবতীর্ণ জীব-দুঃখবারণ॥ (প্রভু)
মাধুরী-বিলস কোমলকায়, অরুণরাগ যুগল পায়,
চম্পককলি অঙ্গুলি চারু নখে শিশু শশী শোভন॥১
বর্তুল গুরু উরু সুঠাম, শ্রীপদ পরশে পূর্ণ কাম;
করি-অরি সম কটি ক্ষীণতম বিজড়িত পীতবসন॥২
নাভি সুগভীর সরসীপ্রায়, উদরে ত্রিবলি-সোপান তায়,
করুণা কক্ষ বিশাল বক্ষ, প্রেম-পীযুষ বর্ষণ॥৩
আজানুলম্বিত কর মনোহর, গ্রীবা স্কন্ধ কিবা সুঠাম সুন্দর
অনতিদীর্ঘ শ্মশ্রুজাল চিবুকে চারু শোভন॥৪
অধরোষ্ঠ বিম্বফল লোহিত, নাসা শুকপাখী-চঞ্চু প্রলম্বিত,
গুম্ফ ব্যবধান নিরখি মধ্যে শ্বাস সমীর নিঃস্বন॥৫

বদনবিবরে দশনপাতি, অমল-ধবল মুকুতা ভাতি,
মায়াবিলাস মধুর হাস জগজ্জন-চিতমোহন ॥ ৬ ॥
ফুল্ল কপোল গোলাপ-কান্তি, নেহারি উপজে বিমল শান্তি,
যুগল শ্রবণ কিংশুক-গঠন, উজ্জ্বল ভাতি কাঞ্চন ॥ ৭ ॥
বঙ্কিম আঁখি ভ্রূ-রেখাতলে, মুদিত আধ সমাধিরলে,
সুস্থির তনু সুষমা স্থা , যোগেশ্বর যোগজীবন ॥ ৮ ॥
নিটোল ললাটফলকমাঝে, প্রতিভা-জ্যোতি সতত রাজে,
শিরসিমণ্ডলে কুন্তলদল, সুচিকণ কাল ছাদন ॥ ৯ ॥
গাও রে বিভোরে এ ধ্যান-গাথা,
দুরিতবারিত ত্রিতাপ-ব্যথা.
নেহার বক্ষে, ধ্যানচক্ষে রূপ হৃদয়রঞ্জন ॥ ১০ ॥ ৫ ॥

কীর্ত্তন—লুম্-ঝিঁঝিট—একতালা ।

এস হে রামকৃষ্ণ প্রভু পতিতপাবন ।
হৃদয়মাঝে হ'য়ে উদয়, শিখাও হে নামসংকীর্ত্তন
( আমি জানি না হে ) ॥
যেই নামসংকীর্ত্তন
করেন দিবানিশি বিভোর হ'য়ে দেব পঞ্চানন,
আমি মূঢ়মতি নাই শকতি, কর শক্তি-সঞ্চারণ
( তোমার নাম-কীর্ত্তনে ) ॥

হৃদয় মাঝে উদয় হও,
আপনার নাম আপনি গে'য়ে, আমারে জাগাও,
তোমার বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত পদে, দাসের এই আকিঞ্চন,
(পূরাতে হবে)॥
তোমার নামের মহিমায়,
খঞ্জে গিরি লঙ্ঘে, শুনি বোবায় কথা কয়,
আমার ঐ ভরসা পূরাও আশা চরণে নিলাম শরণ,
(নিদয় হ'য়ো না হে)॥ ৬॥

কীর্ত্তন-ঝিঁঝিট—একতালা।

রামকৃষ্ণ নামের বান্ ডেকেছে ভাই।
যথা পাপী তাপী আয় রে ছুটে, সুখে নাম-তরঙ্গে ভেসে যাই
(রামকৃষ্ণ ব'লে)
রামকৃষ্ণ মধুর নাম, মুখে বল রে অবিরাম,
ভবের কষ্ট নষ্ট হবে পূরবে মনস্কাম,
ঐ দেখ্ নাম শুনে এসেছেন ধেয়ে,
ওরে এমন দয়াল আর তো নাই॥
(রামকৃষ্ণের মত)

যোগে যাগে কিবা ফল, রামকৃষ্ণ মুখে বল,
অনায়াসে করে পাবি চতুর্ব্বর্গ ফল,
ধ'রে নামের ভেলা পারে যাবি, হেসে যমের মুখে দিয়ে ছাই ॥
( রামকৃষ্ণ ব'লে )
ও ভাই নামের এমনি বল, প্রাণ করে শীতল,
হয় কি না হয় ডেকে দেখ সত্য কিবা ছল,
ওরে নামের বলে তরে গেছে কত মহাপাপী শুনতে পাই ॥
( আমাদের মত )
রামকৃষ্ণ গুণধাম, তোমার পতিতপাবন নাম,
মোরা ভজন-বিহীন, দীন অভাজন, হয়ো নাকো বাম,
দাও নামে রতি, পদে মতি, অন্য ধনরত্ন নাহি চাই।
( নাথ তোমা বিনে ) ॥ ৭ ॥

বাউল—মূলতান—একতালা।

ভয় কি রে ভাই, ডাক্ রে সবাই, প্রাণ খুলে রামকৃষ্ণ ব'লে
সে যে দুর্ব্বলের বল, টলায় অটল, পাষাণ প্রাণে প্রেম উথলে
( রামকৃষ্ণনামে )
কি কব তার দয়ার কথা, পতিত জনে বড়ই ব্যথা,
যথায় পতিত সে যায় তথা, প্রাণ জুড়ায়ে করে কোলে।
( রামকৃষ্ণ আমার )

বাছে না সে সুজন কুজন, চায় না ভজন, চায় না পূজন,
ব্যাকুল হ'য়ে ডাকে যে জন, কূলে যায় সে অবহেলে।
( রামকৃষ্ণ ব'লে )

আকাশে রামধনুর মেলা, ভঙ্গুর এ জীবনের খেলা,
এই বেলা ডাক্ থাক্‌তে বেলা, ভবের খেলা যাবে চলে।
( রামকৃষ্ণ নামে )

আপনার কে আছে ভবে, মুখ চেয়ে কার আছ তবে,
রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ রবে ভাসাও হৃদি নয়নজলে।
( রামকৃষ্ণ ব'লে ) ॥ ৮ ॥

---

কীর্ত্তন—মঙ্গলবিভাষ—একতালা।

আমি দীন অভাজন চাও হে প্রভু! করুণা-নয়নে।
আমার আতঙ্কে শিহরে অঙ্গ রিপু সঙ্গে রণে ॥
( বড় ভয় পেয়েছি, বিষম অরি সনে রণে,
কোথা ভয়হারী রামকৃষ্ণ! )
পদাশ্রয় দাও হে।

আমার সেনাপতি জ্ঞান, রণে আগুয়ান,
বিপক্ষে ঘেরেছে তারে,
শত্রু কাম ক্রোধ মোহ, দহে অহরহ,
কত সে যুঝিতে পারে।
( তাই শরণ নিলাম, তোমার রাঙা পায়ে দুঃখহরী )

প্রভু! রক্ষা কর এ বিপদে মিনতি চরণে।
( আর কেবা আছে, নাথ! তোমা বিনে দীন-হীনের )
ওহে রামকৃষ্ণ হে।
প্রভু! বিপক্ষের পক্ষ, রণে মহাদক্ষ, জানে কত মত ছল,
কভু ভঙ্গ দিয়ে রণে,থাকে সংগোপনে, সময়ে প্রকাশে বল,
( ছল বুঝিতে নারি, অরি সুচতুর ভারি )
আমি দিবানিশি ত্রাসে ভাসি সশঙ্কিত মনে।
( আমায় রক্ষা কর, প্রভু! অগতির গতি তুমি )
নিরাশ্রয় আমি হে।
প্রভু! মন মিত্র মম, কার্য্যে শত্রু সম, দুঃখ বা বলিব কত
ও সে প'ড়ে প্রলোভনে, গোপনে গোপনে,
হলো শত্রু অনুগত,
( তাই ডাকি তোমায়, এই বিপদকালে রামকৃষ্ণ! )
ওহে দুর্ব্বলের বল, কর সবল তব কৃপাদানে।
( আর উপায় নাই হে, তোমার কৃপা বিনা এ সময়ে )
ওহে রামকৃষ্ণ হে ॥ ৯ ॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

দিবা-বিভাবরী, ডাক প্রাণ ভরি, জয় রামকৃষ্ণ ব'লে।
পাপ-তাপ যাবে, প্রাণ জুড়াইবে, নামেরি মহিমা-বলে ॥

তরু-পত্র-প্রান্তে লম্বিত নীহার, স্থান কি পতনে
কি বিলম্ব তার ?
পদ্মপত্রে জল, জীবন চঞ্চল, কেমনে রয়েছ ভুলে ॥
উঠ উঠ ভাই থেকো না অলসে, দেখ নাম-রসে
ধরা যায় ভেসে,
গায় দেশ-বিদেশে রামকৃষ্ণ নাম, প্রেমের লহরী তুলে ॥
সে নামে থাকে না ভবেরি বন্ধন, ঘুচে যায় মায়া
কামিনীকাঞ্চন,
হয় মৃত্যুঞ্জয়, সদানন্দে রয়, প্রেমানন্দে পড়ে ঢ'লে ॥
আহা মরি হেন রামকৃষ্ণ নাম, নাহি তাহে রুচি
বিধি মোরে বাম,
তুমি গুণধাম হ'য়ো না'ক বাম, স্থান দাও পদতলে ॥১০॥

ঝিঁঝিট—তেতালা।

জয় রামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ বল ভাই।
এস—প্রেমানন্দে বিহ্বল হ'য়ে রামকৃষ্ণ নাম গাই ॥
তিনি—ত্রিতাপ-সন্তাপহারী ভবসিন্ধু তরি ভাই।
জীবের—কলিযুগে নাম ভিন্ন অন্য গতি কিছু নাই ॥
ওরে—জীবনে মরণ ধ্রুব, এ কথা কি মনে নাই।
তুমি—কি বলে আসিলে ভবে কি করিলে সুধাই তাই

ওরে—প্রভু-উক্তি নামে মুক্তি সরল হৃদয় কেবল চাই।
বল—অকপটে জোর দাপটে, ভবপারে চল যাই,
রামকৃষ্ণ ব'লে চলো চ'লে যমের মুখে দিয়ে ছাই ॥ ১১ ॥

সংকীর্ত্তন—তেওট।

রামকৃষ্ণ হে, কর করুণা শ্রীচরণে এই প্রার্থনা।
বাঞ্ছাকল্পতরু প্রভু পূরাও আমার বাসনা ॥
সংসার-ভুজঙ্গ-বিষে, পরিত্রাণ পাব কিসে,
অচেতন হে অজ্ঞানবশে,
তব কৃপাসুধাধারে, প্রভু রক্ষা কর এ পামরে,
ডাকি কাতরে
জুড়াও জ্বালা দীনবন্ধু, ঘুচাও ভব-লাঞ্ছনা ॥

একতালা।

(ভবভয়ে) আতঙ্কে শিহরি,
আমার ভয় হর ভয়হারী।
(আমার) ভবে আর কেহ নাই,
হ'য়ে অনুপায় হে তোমায় স্মরি।

লোফা।

সদা হৃদয়ে দুরাশা বিষয়-পিপাসা,
ইন্দ্রিয়-লালসা, নাথ !
দহে সর্ব্বক্ষণ, নহে নিবারণ,
জুড়াও তাপিত হিয়ে, দিয়ে শান্তি-বারি

তুমি অগতির গতি হে দীনতারণ !
সাধন-ভজন-হীন আমি অতি অভাজন
কৃপাবিন্দু দাও হে ॥
( আর গতি নাই—ওহে কৃপাসিন্ধু ! )

একতালা।

মোহ-ঘুম-ঘোরে রয়েছি অঘোরে—
কর হে চেতন মোরে ( প্রভু ! )
হেরি দুঃস্বপন, সদা উচাটন,
দিবানিশি মরি ডরে ( হায় আর সহে না যে ) ॥

ধামার।

নমঃ রামকৃষ্ণদেব নমঃ ভকত জীবন,
নমঃ নরদেহধারী পূর্ণব্রহ্ম সনাতন,
নমঃ পতিতপাবন নমঃ শান্তি-নিকেতন,
নমঃ শমন-বারণ শরণাগত-তারণ ॥

মেলতা।

সদা তব পদযুগে প্রভু রেখ মতি যুগে যুগে মোহ-বিয়োগে,
অমূল্য ধন রাঙ্গা চরণ যেন কভু ভুলি না ॥ ১২ ॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

সাধ থাকে তো ছুটে এস, সাধ না থাকে ছুটে পালাও।
রামকৃষ্ণ খেলায় জীবন জুড়ায়, সরল প্রাণে যদি খেলাও ॥
ভাবের ঘরে থাক্‌লে চুরি, খাট্‌বে না ভাই জারিজুরি,
অঝরঝরে ঝরবে বারি ঠক্‌বে নিজে, যদি ঠকাও ॥
দেখ্‌ছো ত ভাই ভবের খেলা, দিন-রজনী দুটি বেলা,
রামকৃষ্ণ-খেলায় একবার খেল,ঘুচ্‌বে জ্বালা প্রাণটি গলাও ॥
ডাক রে রামকৃষ্ণ ব'লে, জিত্‌বে খেলা অবহেলে,
(ঐ) চরণতলে প্রাণ ঢেলে, আসা যাবার পথটি ঘুচাও ॥১৩॥

কীর্ত্তন—একতালা।

( "মথুরানগরে প্রতি ঘরে ঘরে"—সুর )

সাধ বড় মনে, শ্রীপদ-নলিনে, সুরাগ-চন্দনে চর্চ্চিতে।
( আমার )
( আবার ) প্রেম-পূত জলে, ভক্তি-ফুল্ল-ফুলে,
দিবানিশি তোমায় পূজিতে ॥ (প্রভু)

আমি দীন-হীন, হে দীন-তারণ,
ভজন পূজন জানি না। ( হায় )
( প্রভু ) দিন গেল ব'য়ে, আশা-পথ চেয়ে,
দয়াময় দয়া কর না॥ ( আমায় )
কর হে করুণা, নিদয় হয়ো না, মিনতি চরণ-রাজে।
কামিনী-কাঞ্চনে,রত নিশিদিনে, মরমে মরি গো লাজে॥
( প্রভু )
পরম সম্বল চরণ-যুগল, বিতর পামর দাসে।
হে ভয়-বারণ ! তব শ্রীচরণ, শমন-ভয় বিনাশে॥ ১৪॥

বাউল—লুমঝিঁঝিট—একতালা।

বল ভাই সরল প্রাণে প্রাণ ভ'রে রামকৃষ্ণ বল।
নামে প্রাণটি জুড়ায় প্রেম বয়ে যায় নয়নে জল ঢল ঢল॥
কাতর প্রাণে বল রে মধুর নাম,
প্রেমরসে প্রাণ শীতল হবে শান্তি অবিরাম,
হৃদয়মাঝে উদয় হবেন আপনি গুণধাম,
ডুবে রূপ-সাগরে ভুল্‌বি জ্বালা এমন নাম কেন ভোল॥
রামকৃষ্ণ ব'লে ঢাল্লে নয়ন জল,
( জীবের ) হৃদয়-ভূমে ভক্তি-লতা সদ্য হয় প্রবল,
ফলে যোগেন্দ্র-বাঞ্ছিত কত, প্রেমামৃত ফল,
পিয়ে প্রেমের সুধা ভবের ক্ষুধা ওরে ভাই হয় শীতল॥১৫॥

খাম্বাজ-ধামার।

কি আনন্দে ভাসে আনন্দ-কানন,
আনন্দে পূর্ণ প্রাণ হেরে আনন্দ আনন॥
কে তুমি আনন্দময়! হেরি আনন্দ উদয়,
নিরানন্দ করি লয় পূর্ণানন্দে নিমগন॥
ভাবনেত্র নিমীলিত করে কর সংমিলিত,
বামস্কন্ধে বিলম্বিত বসনাগ্র সুশোভন॥
চিত্রপট নিরখিয়ে, দ্রবিল পাষাণ হিয়ে,
ধরাধামে দেখা দিয়ে, লুকাইলে কি কারণ?
দীনহীন মোরা সবে, আমাদের কি গতি হবে?
দেহ ধরি কেন তবে এলে ভবে নারায়ণ!
রামকৃষ্ণ গুণমণি! তব ভক্ত-মুখে শুনি,
রামকৃষ্ণ নাম নিলে থাকে না ভববন্ধন।
তবে কেন করি ভয়, গাও রামকৃষ্ণ জয়,
রয়েছে মোদের তরে নাম মহামূল্য ধন॥ ১৬॥

গৌরসংরঙ্গ—একতালা।

ছেড়ে আজ ধূলাখেলা নর্তন খেলায় মেতেছে মন।
শিখাও রামকৃষ্ণ নিধি! খেলার বিধি যেমন যেমন॥
তুমি হে গুণমণি, খেলুড়ের শিরোমণি,
খেলা বৈ নাই কিছু কাজ কর্ছো সৃজন পালন নিধন॥

রাখাল সনে বৃন্দাবনে, কল্লে খেলা বনে বনে,
খেল্‌ছো নিয়ে জগজ্জনে, ইচ্ছা তোমার হয় যা যখন ॥
খেল্‌তে বড় ভালবাসি, ছুটে ছুটে তাই ত আসি,
শিখাও হে এমন খেলা ভবের খেলা হয় হে মোচন ॥
কোন খেলায় নাহি ডরি, শুন হে হৃদ্‌বিহারী,
যদি হে কৃপা করি দাও তোমার ঐ অভয় চরণ ॥
চোর-খেলাতে বুড়ী ছুঁলে, চোর হ'তে আর হয় না মূলে,
খেল রামকৃষ্ণ ব'লে; বুড়ী ছোঁয়ার এই ত সাধন ॥
জয় রামকৃষ্ণ জয়, জয় রামকৃষ্ণ জয়,
জয় রামকৃষ্ণ জয়, কালকমথা পতিত-পাবন ॥ ১৭ ॥

বাউল—দেওগিরি—একতালা।

মন তুমি কি ভাব্‌ছ ব'সে।
ফিকিরে ফল হবে না, যম-যাতনা ভুগ্‌বে শেষে ॥
পারা পাপ রয় না ছাপা, ফিকির কি কর্‌বে বাপা,
সে ত নয় তেমন হাবা মাঝে থাবা ক'সে ;
(ওরে) ভাবের ঘরে থাক্‌লে চুরি, ফস্‌কে যাবে সব চাতুরী
ভাঙবে তোমার জারিজুরি, সব জানে সে সর্ব্বনেশে ॥
জপ তপস্যা পূজা ব[illegible] আছে অনুষ্ঠান সকলি,
নিরম্বু একাদশী কর প্রতি মাসে

(ওরে) অভিমানের থাকতে কণা, কোন কাজে ফল হবে না,
নোঙ্গর ফেলে দাঁড়টানা, নৌকা কি তায় পারে আসে ॥
সেজেছ ভক্ত বটে, ভক্তি নাই একটু ঘটে,
আঁকা ফুলে কোন কালে ভ্রমর কি ভাই বসে ;
(ওরে) অকপট ভক্তি বিনে, কিছুতে ভাই পার পাবিনে,
তিলক মালা তুলসীতলা, সকল ছলা যাবে ফেঁসে ॥
ছাড় মন ফিকির ছলা, এখনও আছে বেলা,
জ্ঞান কি ঘটবে জ্বালা, দাঁড়িয়ে শমন পাশে,
দীন গুরুদাস কেঁদে বলে, পার পাবিনে কোন ছলে,
ডাক রামকৃষ্ণ ব'লে, পতিতপাবন শুনেছি সে ॥ ১৮॥

কীর্ত্তন—লুমঝিঁঝিট—একতালা।

আনন্দ-সঙ্গীত মৃদঙ্গ সঙ্গে আনন্দ-লহরী প্রাণে। ( খেলে )
প্রেম-পীযূষ প্লাবিতা ধরা রামকৃষ্ণ নামগানে ॥ ( জয় )
ব্যাকুল জীব মঙ্গল তরে উদয় হৃদয়বন্ধু,
মানব বেদনা শ্বাস-সমীরে উথলে করুণাসিন্ধু, ( মরি )
বিগত-শোক প্রাণে পুলক নেহারি পরাণধনে ॥ ( আজ )
কুসুমদামে ভূষিত তনু বদন শারদশশী,
অরুণ নয়ন আধ বিকাশ অধরে অমিয় হাসি, ( শোভে )
আনন্দে ভোর চিত চকোর লাবণ্য মাধুরীপানে ॥ ( রূপ )

ভাঙ্গিল মোহ-স্বপন-ঘোর, প্রকাশে বিবেক-রবি,
মানস-মুকুরে প্রতিফলিত অমল সত্যের ছবি, ( হের )
ঘুচিল ত্রাস, প্রেমবিলাস উথলে ভকত-প্রাণে ॥ (কিবা)
বালকমতি চঞ্চল অতি, চরণে শরণ মাগে,
হৃদয় কমল কর বিকাশ তরুণ অরুণ রাগে, ( তব )
নিবস তাহে সুধাপ্রবাহে জুড়াও তাপিত প্রাণে ॥ (প্রভু) ॥১৯॥

—•—

নট ঝিঁঝিট—দাদ্‌রা।

(“ভোলানাথ পঞ্চমুখে গায়”—সুর ).

আনন্দে আয় রে নেচে ভাই।
জয় রামকৃষ্ণ গানে পরাণ মাতাই ॥
আনন্দে রামকৃষ্ণ বল, আনন্দ-কাননে চল,
দেখ্ না ঐ ডাক্‌ছেন তোরে, আনন্দের গোঁসাই ॥
গোলোকবিহারী হরি, রামকৃষ্ণ-রূপ ধরি,
দিয়েছেন নামের তরী, আর কি রে ডরাই ॥
রামকৃষ্ণ বল মুখে, আনন্দে দিন যাবে সুখে,
আনন্দের লহর বুকে খেল্‌বে রে সদাই ॥
সত্য কি না দেখ্ না ডেকে, ধোঁকায় কেন থাক্‌বি বেঁকে
দেখাদেখি দাও না রেখে লাভ ত কিছুই নাই ॥
রামকৃষ্ণ নাম সুখের পাথার, আনন্দে ভাই দাও না সাঁতার
যে ভাবে যে ডাকে তাঁরে, তার কাছে সে তাই ॥২০॥

ছায়ানট-কামোদ—সুর-ফাঁকতাল।

("শম্ভু শিব মহেশ আদি ত্রিলোচন"—সুর)

বন্দে ভব-বিলাস-পাশ বিমোচন।
চিত মোহ-তমোবিনাশ বিশ্বনাথ ভুবন-পাবন বিমোহন
রবিসুত-করাল-দণ্ডখণ্ডকারী,
চরণ-দানে ভয় হর ওহে সনাতন ॥
শোভিত পুষ্পমালে, দল দল দল দোলে গলে,
মরি কি রূপ দেখ মন ওই শ্রীনিরঞ্জন।
রামকৃষ্ণ মম মতি বিকাশ করিয়ে নাথ,
কুমতি হর স্মরহর প্রেম প্রাণ-ভূষণ ॥ ২১ ॥

---

বাউল—ঝিঁঝিট-বাহার—একতালা।

উথ্‌লেছে প্রেম-পারাবার।
তোরা আয় না ছুটে ভবের মুটে ভাসিয়ে দে না মাথার ভার ॥
যার লেগেছে বোঝা, তার হয়েছে সোজা,
বোঝাবুঝির বুচ্‌কি ফেলে মারছে সে মজা,
তুই রইলি ব'সে বোঝার আশে, কর্‌বি শেষে হাহাকার
(বোকা) ॥
প্রেম-সাগরে ভাসিয়ে দে না গা,—
যাবি ভেসে এমন দেশে যার পাশে নাই গাঁ,—
ওরে চন্দ্র সূর্য্য ধ্বংস হ'লেও হয় না সেথা অন্ধকার (বোকা)

সেথায় সবই উল্টা ঢং সেথায় সবই উল্টা ঢং,
হেথায় লাল সেথায় সাদা বুঝ্‌বি কি ভাই রং,
ও তোর কার্য্যকারণ, সব অকারণ,
নাই তথায় তার অধিকার ( বোকা ) ॥
গুরুদাস কেঁদে বলে তাই, আর্ বিচারে কাজ নাই,
বোঝাবুঝি অনেক হ'ল ( এখন ) সোজায় চল ভাই,
রামকৃষ্ণ আমার প্রেমের পাথার ডুব্‌লে হবি ভবপার ॥
( বোকা ) ॥ ২২ ॥

কৌমুদী-খাম্বাজ—একতালা।

রামকৃষ্ণ-চরণ সরোজে মজ রে মন-মধুপ মোর।
কণ্টকে আবৃত বিষয়-কেতকী থেকো না থেকো না তাহে
বিভোর ॥
জনম মরণ বিষম ব্যাধি নিরবধি কত সহিবে আর।
প্রেম পীযূষ পিও শ্রীপদে, ভবেরি যাতনা রবে না তোর ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম সুখদুঃখ শান্তি জ্বালা দ্বন্দ্ব খেলা মাঝে নাহি নিস্তার
জ্ঞান-কৃপাণে পরম যতনে কাট রে কাট রে করম-ডোর ॥
রামকৃষ্ণ নাম বল রে বদনে, মোহের যামিনী হইবে ভোর
দুঃস্বপন জ্বালা রবে না রবে না ছুটে যাবে তোর
ঘুমেরি ঘোর ॥ ২৩ ॥

ইমন্—চৌতাল।

( "তেরোহি ধ্যান ধরত ব্রহ্ম"—সুর। )

গাও রে রামকৃষ্ণনাম ভব-ব্যাল-করালনাশন,
যিনি জনপালক ত্রাসহরণকৃপাসাগর।
ধ্বান্তহারক পরমেশ ভবনায়ক, ত্বং হি বলবুদ্ধি হে,
তারণকারণ ও চরণ সুখকর॥
কৃপানাথ প্রেমসিন্ধু, দীন-জনত্রাতা হর পামর-মরম-
বেদনা অপার।
রাগদ্বেষমোহনাশন-বাঞ্ছিতপদ, জয়দেব ভবপাবন
ভকতসুসার॥ ২৪॥

বসন্তবাহার—তেওরা।

( আস্থায়ী )

(তুমি) অনাদি অনন্ত পুরুষ প্রশান্ত রামকৃষ্ণ প্রাণকান্ত হে।
(সদা) ব্যাকুলপ্রাণে তব মহিমা-গানে বেদ-বেদান্ত শ্রান্ত হে॥

( অন্তরা )

(কিবা) তপতকাঞ্চন আভা সুশোভন ঢল ঢল খেলে অঙ্গে হে।
( ঐ ) তব চরণ প্রভু অজয় শাসন যাহে, ডরে প্রাণান্ত,
কৃতান্ত হে॥

( সঞ্চারী )

কিবা সুন্দর মৃদু হাসি বিলাসে, হরে মোহধ্বান্ত হে।
বিগতশোকসন্তাপপাপ রহে মন শান্ত হে॥

( আভোগ )

(তুমি)যোগেশ-জীবন ভকত-শরণ ত্রিলোকপাবন একান্ত হে
(তব) কৃপা কেমনে পাইব নাথ আমি নিতান্ত ভ্রান্ত হে॥২৫॥

---

লগ্নীথাম্বাজ — কাবুফা।

( "রামরহিম না জুদা করো ভাই"—সুর। )

রামকৃষ্ণ শ্যাম শ্যামা শিবে ভেদ ভেব না আমার মন।
নামরূপের গেলাপে ঢাকা আছেন সেই এক নিরঞ্জন॥
চিনির ছাঁচে উট হাতী ঘোড়া পুতুল পাখী রথ হয় যেমন,
যার যেমন মন লয় সে তেমন, এক চিনিতে সব গঠন॥
ভেদ ভাবনা মন ছাড় না সুখ পাবে না তায় কখন,
বহুতে এক দেখলে তবে পাবি রে সেই মোক্ষধন॥
অস্থি মাংস মেদ শোণিতে সকল শরীর হয় সৃজন,
এক আত্মারাম বিহরেন তাঁহে কে হিন্দু ভাই, কে যবন॥
সাধ যদি তোর থাকে রে মন, পেতে সত্য সনাতন.
ভাসিয়ে-দে না দ্বেষাদ্বেষী, পর না চোখে প্রেমাঞ্জন॥২৬॥

---

## রথ-যাত্রা

নিশাদাৎ—একতালা।

তুমি হে সাধের ঠাকুর আমি সাধ-বিহীন।
( তুমি ) সাধের তরে বলির দ্বারে বাঁধা চিরদিন ॥
সাধের পণে কিন্‌তে তোমায় সাধ হলো না হায়,
( আমার ) সাধ বিনে বিষাদে প্রভু সাধের জীবন যায়,
সাধ মাগি রাঙ্গা পায়,
( ওহে ) সাধ দিয়ে সাধ পুরাও প্রভু, আমি কৃপাধীন ॥
রথের মাঝে কেমন সাজে দেখ্‌তে বড় সাধ,
( তুমি ) দীনের সখা দিয়ে দেখা ঘুচাও অবসাদ,
মিনতি করি হৃদয়চাঁদ,
দীনবন্ধু নামটি তোমার আমি অতি দীন ॥
প্রেমের পথে হৃদয়-রথে কর বিচরণ,
রথযাত্রা হেরে ভবের যাত্রা দিব বিসর্জ্জন,
হবে না গমনাগমন,
রামকৃষ্ণ বলে প্রেম-সলিলে ভাস্‌বো নিশিদিন ॥ ২৭ ॥

---

কীর্ত্তন—ঝিঁঝিট—খাম্বাজ-একতালা।

নয়ন দেখ্ রে কেমন রূপ রথের মাঝে।
( হেরে ) মন-ভ্রমরা আপন-হারা, মজলো চরণ সরোজে ॥

( মরি দেখ দেখ রে ) ( রূপের বালাই লয়ে মরি )
মহাভাবে নিমগন, প্রফুল্ল বদন, ফুল্লফুল-হার গলে,
কিবা নয়ন যুগল, প্রেমে ঢল ঢল,আবেশে পড়েছে ঢ'লে,
( কিবা মৃদু হাসি ) ( রাঙ্গা যুগল অধরে খেলে )
এ কি রূপমাধুরী, আহা মরি, দেখ্‌লে অম্‌নি মন মজে ॥
(এমন রূপ আর দেখি নাই রে) (রূপে মন-প্রাণ হরে নিল)

রামকৃষ্ণ-গুণধাম,
তুমি যুগে যুগে অবতীর্ণ ভিন্ন ভিন্ন নাম,
ত্রেতায় রাম, দ্বাপরে কৃষ্ণ নাম অনুপম ,
এখন একাধারে রামকৃষ্ণ নেহার ঐ বিরাজে ॥
( হেরে মানব-জনম সফল কর )
( এমন দিন আর হবে না রে )
রামকৃষ্ণ গুণমণি, লোকমুখে শুনি, তুমি রাম, কৃষ্ণ ব্রজে,
আবার নবদ্বীপধামে গৌর-নিতাই নামে,
অবতীর্ণ দীন-সাজে।
( তুমি এম্‌নি দয়াল ) ( ওহে অধম-তারণ প্রভু )
তাপিত জীবের দুঃখে হয়ে ব্যাকুল গড়াগড়ি দাও রজে ॥
( দয়াময় দীনবন্ধু ) ( তুমি আপন-হারা দিবানিশি )
তোমার লীলা বুঝা দায়,
তুমি ব্রজ ছাড়ি রথে চড়ি গেলে মথুরায়,
ব্রজবাসী দিবানিশি কাঁদে উভরায়,
শুনে সে কাহিনী চিন্তামণি প্রাণে যেন শেল বাজে ॥

( রাগ কমলিনীর দশম দশা ) ( গোপীর হৃদয়ভেদী
দারুণবিলাপ )।

ইন্দ্রদ্যুম্ন নরপতি, তব চিরখ্যাতি, রহিল মহীমণ্ডলে,
তুমি নমস্য সবার, করিলে প্রচার, রথলীলা নীলাচলে,
( ধন্য ধন্য তুমি ) ( তোমা সম কেবা আছে )
যাবৎ থাক্‌বে ধরা,—থাক্‌বে তোমার কীর্ত্তিরবি সতেজে ॥
( ওহে ভক্ত-চূড়ামণি ) ( তুমি চিরজীবী মর্ত্ত্যভূমে )
রামকৃষ্ণ প্রাণধন,
দাসের হৃদয়-রথে দাও হে দেখা হৃদয়-রঞ্জন,
হেরে রথ-লীলা ভবের খেলা দিব বিসর্জ্জন,
রামকৃষ্ণ ব'লে প্রেমে গ'লে দিন কাটাব দীন-সাজে।
(দাসের বাঞ্ছা পূরাও হে) ( ওহে ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ) ! ॥২৮॥

কীর্ত্তন—নিশাদাৎ—একতালা।

১

"রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।"
( আমার ) তাই বাসনা হৃদয়বল্লভ এস হৃদয়-রথে ॥
( আমার ) বড় সাধ হয়েছে,
( হৃদয়-রথে দেখ্‌তে তোমায়, )
( ওহে বাঞ্ছাকল্পতরু ! )

( আমি বামন হয়ে চাঁদ ধরব, )
( আমার আশা পূর্ণ কর প্রভু। )
( দাসে নির্দয় হয়ো না হে! )

( ২ )

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"।
(প্রভু ) গীতায় তোমার আশা-বাণী শুনেছে অধম
( আমার ) তাই ভরসা আছে,
(আমি হই না কেন যেমন তেমন, )
( তোমার কৃপাকণা পাবই পাব, )
( শ্রীমুখের বচন মিথ্যা নহে. )
( তুমি পতিতপাবন অধমতারণ, )
( অগতির গতি তুমি )।

( ৩ )

ভক্ত হেতু যুগে যুগে ধর নানারূপ।
রামকৃষ্ণ-রূপে হৃদয়মাঝে ব'স বিশ্বরূপ॥
( তুমি ) হে রূপের সাগর,
( নানা রূপ-তরঙ্গ তোমায় সাজে, )
( সকল রূপ তোমারই বটে, )
( রামকৃষ্ণ রূপটি ভালবাসি, )
( আমার হৃদয়বল্লভ রামকৃষ্ণ, )
( তোমার মোহন রূপে পাষাণ গলে )।

( ৬ )

বিবেক বৈরাগ্য-অশ্ব জুতে হৃদয়রথে,
আমার মন-সারথি চালায় রথ ধৈর্য্য-বল্গা হাতে।
( একবার ) দেখা দাও হে প্রভু !
( আমি আশাপথে রথ রেখেছি, )
( আমি ভজন সাধন জানি না হে, )
( তুমি নিজ গুণে কৃপা ক'রে, )
( আমার সকল আশা মিটে যাবে, )
( আমার ভবের খেলা সাঙ্গ হবে ) ॥ ২৯ ॥

## পুনঃ রথ-যাত্রা

কীর্ত্তন—লুমঝিঁঝিট—একতালা।

তাথেই তাথেই মৃদঙ্গ বাজে আজি পুনঃ রথলীলা ( হের )
রূপ মোহন শোভিত রথে বিমোহিতচিত ভোলা ॥ (হেরে)
কোমল তনু ভূষিত কিবা লম্বিত ফুলমালে,
সুধীর সমীর বহে সুবাস দোলায় মৃদুল দোলে ; ( মালা )
উথলে প্রাণ বহে উজান নেহারি-মাধুরী খেলা ॥ ( মরি )
সুন্দর হাসি সুন্দর শোভে সুন্দর মুখমাঝে,
নয়ন-যুগলে প্রেম সুরাগ রঞ্জিত কিবা সাজে , ( মরি )
নিরখি রূপ লজ্জিত বিধু সহিত-তারকামালা ॥ ( বিধু )

কাতর দীন মানব তরে, আগত দীনবন্ধু,
দরশে পরশে তাপ বিনাশে রামকৃষ্ণ কৃপাসিন্ধু ; (হের)
রামকৃষ্ণ-চরণযুগ তারণ কারণ ভেলা। (শুব) ॥ ৩০ ॥

গৌরসারঙ্গ—একতালা।

মরি হায়! রথের মাঝে কে বিরাজে দেখ্ চেয়ে মন।
অপরূপ রূপের ছটায়, ছটা রিপু হয় রে দমন ॥
আসার আশে দিন-যামিনী,
দিন গুণেছি গুণমণি,
নিজগুণে দিলে দেখা পুনঃ রথে মদনমোহন ॥
দুর্গম এই ভবপারে, সহজে নর যেতে পারে,
রথলীলা সেই তরে প্রকাশিলে পতিতপাবন ॥
আমার ত্রুটি নিরবধি,
তোমার কৃপার নাই অবধি,
ভবব্যাধির মহৌষধি, তোমার ঐ রাঙ্গা চরণ ॥
রামকৃষ্ণ হৃদয়-রতন, তব পদে এই নিবেদন,
আমার এই হৃদয়রথে দাও হে দেখা হ'য়ে বামন ॥ ৩১ ॥

## ফুলদোল

সাহানা—ঝাঁপতাল।

ফুলসাজে রসরাজে হেরিয়ে জুড়াল মন,
মরি কি সুন্দর শোভা, -চিত আঁখি-বিনোদন ॥
ফুল্ল-ফুলহার গলে, সুধীর সমীরে দোলে,
কোমল পদ-কমলে প্রফুল্ল ভকত-মন,
বিভোর চিত-ভ্রমর রূপরসে নিমগন ॥
দেখ রে নয়ন ভরি, গোলোকবিহারী হরি,
রামকৃষ্ণরূপে আজি করেন কৃপা বিতরণ,
ফুলসাজে ভক্তমাঝে ভকত-হৃদি-রঞ্জন ॥
এমন মোহন সাজে, কে সাজালে রসরাজে,
ধন্য সে ধরণীমাঝে সফল তার জীবন,
দেখ রে মোহন ছবি জগজন-বিমোহন ॥ ৩২ ॥

## দোলযাত্রা

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—ত্রেতালা।

( "কে তুমি হে তরুবর"—সুর )

কে তুমি মোহন বেশে দোলমঞ্চে দোল বসি,
তুমি কি গোকুলচন্দ্র কোথা তবে চূড়াবাঁশী ॥

না হোর কাল বরণ, কোথা সে পীত বসন,
অভিনব এ কি রূপ দেখ রে জগতবাসী॥
বিভূতি-বিহীন কায়, দীন-বেশে কে ধরায়,
বদন-শশাঙ্ক ভাতি ঝরে সুধা মৃদু হাসি॥
ভাবনেত্র নিমীলিত, করে কর বিজড়িত,
বামস্কন্ধে বিলম্বিত বসন-অঞ্চল-দশী॥
অনল কি ঢাকা থাকে, চিনেছি প্রভু তোমাকে,
দীনের তরে দীনবন্ধু ধরাতে উদয় আসি॥
যেই রাম যেই কৃষ্ণ, ইদানীং সেই রামকৃষ্ণ,
রামকৃষ্ণ দোল-খেলা দেখরে মন দিবানিশি॥ ৩৩।

বসন্ত-বাহার—জলদ তেতালা।

লালে লাল কিবা, ফাগরাগশোভা
অরুণ-বরণ পদরাজে।
লাল কলেবর, উজ্জ্বল সুন্দর,
লাল বসনে তনু সাজে॥
লাল বদন-আভা, দৃশ্য মনোলোভা,
কুঙ্কুম রঞ্জন-মাঝে।
লাল কুসুমমালে, ধীর সমীরে খেলে,
ভ্রমর মধুর মৃদু গাজে।
দিক মোদিত সৌরভরজে॥

চিত্ত আমোদে ভরি, আমোদে খেল হোরী,
অন্তরে পুলক রাজে,
রামকৃষ্ণ-হোরী, নিরখি প্রাণ ভরি,
ভকত মধুপ মন মজে,
রহে বিভোর শ্রীপদ-সরোজে ॥৩৪॥

আড়ানা-বাহার – ধামার।

মধুর ভাবে মাতি আজি মধুর প্রেমের হোরী খেলা।
রামকৃষ্ণ রাঙ্গা পায়ে রাঙা ফাগের মধুর মেলা।
ভক্তগণ ভকতিভরে,
কুঙ্কুম-আবীর করে,
দেয় শ্রীচরণোপরে, হরে হৃদয়ের জ্বালা ॥
রাঙ্গা আবীর রাঙ্গা পায়,
আ মরি কি শোভা পায়,
দোলে কিবা মৃদু বায়, গলে রাঙ্গা ফুলের মালা ॥
মধুর এ লীলা রঙ্গ, মধুর এ প্রেম তরঙ্গ,
মাত রঙ্গে ভক্ত সঙ্গে সফল হবে ভবলীলা ॥ ৩৫ ॥

আড়ানা বাহার।—ধামার।

রাঙ্গা পায়ে রাঙ্গা আবীর রাঙ্গা শশী প'ড়ে তায়।
রাঙ্গা ফুলে ভ্রমর দোলে, ডালে কোকিল কুহু গায়॥
রাঙ্গা ঠোঁটে রাঙ্গা হাসি,
রাঙ্গা নয়ন প্রাণ উদাসী,
রাঙ্গা মালা রাঙ্গা গলে দোলায় ধীরে মলয়-বায়॥
রাঙ্গা আবীর কাল কেশে,
মেঘে সৌদামিনী হাসে,
যমুনার নীরে যেন রাঙ্গা জবা শোভা পায়॥
রাঙ্গা কায়ে রাঙ্গা জ্যোতি,
রাঙ্গায় রাঙ্গায় মাতামাতি,
বসুমতী রাঙ্গা বাসে ঢেকেছে আজ শ্যামল কায়॥
রামকৃষ্ণ দোল খেলা,
দেখ্‌তে সাধে নিশিবালা,
প'রে গলে তারার মালা, হেসে হেসে ভেসে যায়॥
দুল্‌ছে রাঙ্গা ফুলের দোলা,
দেখে জুড়ায় প্রাণের জ্বালা,
দেখ্‌ছো কি মন এই বেলা? গড়িয়ে পড় এই রাঙ্গা পায়॥৩৬॥

# অদর্শনে প্রার্থনা

কীর্ত্তন—ঝিঁঝিট—একতালা।

বাঞ্ছাকল্পতরু!
প্রভু ঘুচাও অবসাদ, পুরাও মনসাধ,
জ্বলে মরি অদর্শনে॥
দীন-হীন কাঙ্গাল ব'লে, লয়েছিলে কোলে তুলে,
তবে কেন গুণধাম, হ'লে পুনঃ বাম, (তাই সুধাই তোমায়)
কাঁদাইলে অভাজনে॥
কে বুঝিবে মর্ম্মব্যথা, হৃদয়ে রহিল গাঁথা;
তোমায় করি নাই যতন, তাই প্রাণধন (ওহে হৃদয়-রতন)
চ'লে গেছ অভিমানে॥
আপন যে জন হয়, অপরাধ না সে ত লয়,
আমি যে জ্বালায় জ্বলি, জান ত সকলি, (হ'য়ে তোমা-হারা)
ভুলে আছ হে কেমনে॥
এস নাথ এস এস, হৃদি-সিংহাসনে বস,
গেঁথে নয়নজলে হার, দিব উপহার,
(আমার আর কি আছে)
শ্রীচরণে সযতনে॥ ৩৭॥

বাউল—ঝিঁঝিট—লোফা।

কাতর প্রাণে ডাক্ দেখি রে আজ।
রামকৃষ্ণ ব'লে বাহু তুলে পরিহরি লোকলাজ ॥ ( ধ্রুবে )
সে তো নিঠুর নয় আমার, প্রেমের পাথার,
দয়ার রাশি, প্রেমবিলাসী, প্রেমের অবতার ;
ডাক্ প্রেম-সোহাগে অনুরাগে আস্‌বেন ফিরে রসরাজ ॥
ভাসি নয়ন-জলে, দুঃখ যাবে না মলে,
যতন বিনা অভিমানে সে গেছে চ'লে ;
হাতে পেয়ে রতন চিন্‌লি না মন,
ও তুই হেলায় হারালি কাজ।
নাথ ! আমরা অসার, যতন জানি কৈ তোমার,
তাই ব'লে কি কর্‌তে হয় নাথ ! এমনি ব্যবহার ;
তুমি পরের মত চ'লে গেলে হৃদয়ে হানিয়ে বাজ।
তোমায় জানি আপনার, দোষ লও না আমার,
ভক্ত সঙ্গে রসরঙ্গে এস হে একবার ;
আমার তাপিত প্রাণ শীতল ক'রে হৃদয়ে কর বিরাজ ॥৩৮॥

কীর্ত্তন—ললিত-ভাঁয়রো—একতালা।

মনে বহিছে ধীরে তব স্মৃতি-সমীরণ।
হৃদিতলগত বহ্নি হ'ল আজ উদ্দীপন ॥

পড়ে মনে মধু হাসি, অমিয় বচনরাশি,
প্রেমে ঢল ঢল জল নয়ন ॥
( যত ) স্মরি পূর্ব্বকথা, হৃদে বাজে ব্যথা,
( তুমি ) কোথা ওহে প্রাণধন ॥
( দয়াময়, দয়াময়, দয়াময়, একবার দেখা দেও হে, )
( ওহে রামকৃষ্ণ গুণনিধি )
( অতি দীন-ভাবে ডাকে দাসে )
( গদগদভাবে ভাবাবেশে )
( মুখে 'মা আনন্দময়ী' ব'লে )
( তুমি ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু )
( প্রভু কেমনে রয়েছ ভুলে )
একবার দেখা দেও হে।

দশকুশী।

তুমি ত নিদয় নহ, আমি অভাজন।
আপন করম-দোষে প্রভু জ্বলি অনুক্ষণ ॥
( কৃপাবিন্দু দেও হে, আমি জ্বলে মরি ওহে কৃপাসিন্ধু )

একতালা।

অনিল, অনল, ব্যোম, স্থল, জল,
( দেখ নীরবে কাঁদিছে সবে )
পশুপাখী তরুলতা, ( নাথ )
তোমার বিচ্ছেদে মলিন বিষাদে,
প্রকাশে মরম-ব্যথা। ( হায় )

( নাথ দেখ দেখ )।

জীবের কারণ, শরীর-ধারণ,

যুগে যুগে বার বার।

এ হেন করুণা, কে ধরে বল না,

তোমা বিনা প্রভু আর ?

তাই ডাকি তোমায়, আর দুঃখ প্রাণে সহে না।

তুমি সর্ব্বস্ব আমার, কেবা আছে আর,

( দাসে ) কর কৃপা বিতরণ ॥ ৩৯ ॥

---

সাহানা—একতালা।

মনে করি ভুলে থাকি বহে বারি দুনয়নে।

এ কি জ্বালা যায় না খোলা বেঁধেছ নাথ কি বন্ধনে ॥ (তুমি)

কেঁদে দেখা পাওনি তখন, কেঁদে দেখা পাই না এখন,

সে সব কথা ভাবি যখন, গলে নয়ন অভিমানে ॥

ওহে নাথ তোমা ধনে, হারিয়েছি অযতনে,

কাঙ্গাল কি জানে প্রভু রতন-সম্মান ;

আপন হয় যে জন, দোষ কি করে গ্রহণ,

তুমি ত আপন জন হে কৃপানিদান ;

তবে কেন গুণনিধি নিদয় হ'লে দীন হীনে।

ঝাঁপতাল।

ভবসিন্ধু ধ্রুবতারা তুমি প্রাণধন,
দিশে-হারা ঘুরে সারা দেহ দরশন।
নয়ন-সলিলে মালা গেঁথেছি যতনে,
ধর ধর পর নাথ, মিনতি চরণে॥
মনোব্যথা জানাই কোথা,
হে নাথ, তোমা বিনে॥৪০॥

কীর্ত্তন-ছায়ানট—তেওট।

নিদয় হ'য়ে কেন ত্যজিলে ভাসালে দুখ-পাথারে।
যাতনা না সয়, নেহার হে প্রেমময়,
আছি যে দশায় হারায়ে তোমারে॥
কার তরে আর, এ জীবন-ভার বহ রে নিঠুর প্রাণ,
দিয়ে হৃদিনিধি হ'রে নিল বিধি; সুখ আশা সমাধান।
কত ছিল সাধ, সে সাধে বিষাদ কি পাপে ঘটিল নাথ,
ভাবিনি কখন, হবে যে এমন, বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।
শূন্য হৃদি-সিংহাসন, এস এস প্রাণধন,
করিনি যতন তাই গেছ অভিমানে,
তুমি যে পরম ধন, কি তব জানি যতন,
জুড়াও তাপিত প্রাণ প্রেমবারি দানে,

মোহন রূপের ফাঁদে, বাঁধা প্রাণ সদা কাঁদে,
সাধ হেরি সে'রূপ মাধুরী একবার।
বিনাশি মনোবিষাদে, পূরাও দীনের সাধে
হৃদয়ের চাঁদ হর হৃদয়-আঁধার॥

মেলতা।

বিনয় করি চরণ তব ধরি,
এস বস হৃদয়-মাঝারে ॥ ৪১ ॥

---

নটখাম্বাজ—ঠুংরী।

ব্রহ্মাণ্ডধাতা পুরুষ পুরাণ, অব্যক্তরূপ নিখিল নিধান,
হে রামকৃষ্ণ! জ্ঞান-ভক্তিহীনে,
কৃপাকটাক্ষে চাহ দেব দীনে॥
বিশাল বিশ্ব সৃজন তোমারি, সংপালক হে পুনঃ ধ্বংসকারী,
হে রামকৃষ্ণ! জ্ঞানভক্তি-হীনে,
কৃপাকটাক্ষে চাহ দেব দীনে॥
মায়াবলম্বে প্রকটিত লীলা, ভক্ত-হিতার্থে নানারূপে খেলা,
হে রামকৃষ্ণ! জ্ঞানভক্তি-হীনে,
কৃপাকটাক্ষে চাহ দেব দীনে॥
মানবদেহ ধরি প্রেমাধার, নিগূঢ় ধর্ম্ম করিলে প্রচার,
হে রামকৃষ্ণ! জ্ঞানভক্তি-হীনে,
কৃপাকটাক্ষে চাহ দেব দীনে॥৪২।

ইমনিখাম্বাজ—দাদরা।

এল তোর দুষ্টু ছেলে তুষ্ট ক'রে নে মা কোলে।
যাব আর কার কাছে মা বাবা দিয়ে গেছেন ফেলে॥
শুনি না তোমার কথা, বেড়াই খেলে হেথা সেথা,
তাই কি গো মা কও না কথা, পেয়ে ব্যথা হৃদ্‌কমলে।
তুমি যদি এমন হবে, ছেলের কি উপায় তবে,
নামে কলঙ্ক রবে মর্‌বো কেঁদে মা মা ব'লে॥
সুপুত্রে কুপুত্রে মাতা, প্রসবে পায় সমান ব্যথা,
এ কি মা, দারুণ কথা নাই ব্যথা কুপুত্র বলে॥
যা হবার হবে রে ভাই, মা ব'লে ডাকি সবাই,
দেখি মা কেমন ক'রে থাক্‌তে পারে ছেলে ভুলে॥৪৩॥

---

বেহাগ—দাদ্‌রা।

মা এল দেখ্‌ না চেয়ে চল্‌ না ধেয়ে খেলা ফেলে।
মা কত কর্‌বে আদর সোহাগভরে নেবে কোলে।
মা বিনে কে ছেলের যতন, বল ভাই বুঝবে তেমন,
প্রাণ খুলে আয় সবাই মিলে ডাকি রে আজ মা মা ব'লে।
দেবে মা শিখে বেঁধে, বেড়াব নেচে কুঁদে,
ডাইনী জুজুর ভয় রবে না আপদ-বালাই যাবে চ'লে॥
মা নামের নাই তুলনা, ভুল না আর ভুল না,
তুমি মা দোষ নিও না, আমরা যে তোর দুষ্ট ছেলে॥৪৪॥

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী

# শ্রীশ্রীকালীকীর্ত্তন

সুরটখাম্বাজ—একতালা।

( "দনুজ-দলনী নিজ-জন"—সুর।)

মহেশ-মোহিনী সুরনরসুখদায়িনী নৃমালী।
দৈত্যবর্গ গর্ব্বখর্ব্ব ত্রিগুণাতীত মূলসর্ব্ব,
লম্ব বিলম্ব চাঁচর চিকুর ইন্দুভালী॥
রাতুল পদে বাতুল ভব বিশ্বম্ভরী ঘোর অট্টহাস,
লম্বোদরী অসিতবর্ণা ত্বং হি মা ভূপালী।
কার্ম্মুক ভ্রূচপলা চক্ষে, দেবনর ত্রাস বক্ষে,
দীন পুত্রে কর মা রক্ষে প্রপন্নে কবালী॥ ৯৫॥

বাউল ঝিঁঝিট—একতালা।

( "বল মাধাই মধুর স্বরে"—সুর।)

ভাবনা কিসের মন এত।
হয়েছ দিশে-হারা, ভেবে সারা, মা-মরা ছেলের মত॥
( কাল ) জুজুর ভয়ে আছ চেয়ে খেয়ে, মন, থতমত ;—
ও তোর মা কেটা জান কি সেটা কালের কাল পদাশ্রিত॥
তোর একাক্ষরী মহামন্ত্র "মা" ভুলে জ্বালা এত ;
হরি শমনজয়ী "মা ব্রহ্মময়ী" ব'লে ডাক নিয়ত॥

যার কোল ছেড়ে, ভূতলে প'ড়ে, ধূলা-খেলায় দিন গত,
সেই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন আমার কি তায় দোষ তত ॥
শোন্ বলি মন কার্য্য কারণ, কাজ কি তোর অত শত,
(ও রে) মা বলে ডাক, সব যাক্ না যাক্,
নাইকো উপায় তার মত ॥
বল্‌ছি বটে যদি ঘটে মা বল। সময় মত,
(ওরে) তাই বলি মন বল কালীনাম অলসে হও বিরত ॥৪৬॥

---

বেহাগ—দাদ্‌রা।

পড়েছি ঘোর বিপদে রাখ মা রাঙা পদে।
( আমি ) দিশেহারা ও মা তারা, ডুবে মরি বিষয়-হ্রদে।
মোহেরি আবর্ত্তে তারা, ঘুরে ঘুরে হলেম সারা,
পাষাণী পাষাণের মেয়ে দেখ না চেয়ে নয়ন-কোণে,
মা বলে ডাক্‌ছি কত, ব্যথা কি মা পাও না হৃদে ॥
ভাই বন্ধু দারা সুত, জলচর তায় মা কত,
বিহরিছে অবিরত ( আমি ) সশঙ্কিত নিশি-দিনে,
কি হবে বল মা তারা,তারাই বুঝি প্রাণে বধে ॥
(ও মা ) আদ্যাশক্তি ভগবতী, আমি শক্তিহীন অতি,
হাত ধরে যদি মা তোল, তবেই তো মা বাঁচি প্রাণে
নৈলে এ জনমের মত সাধের জীবন যায় বিষাদে ॥৫৭॥

---

সিন্ধুড়া—ধামার।

শঙ্করি গিরিতনয়ে দেহ চরণ-তরী।
ভয়ে মরি লক্ষ্য করি ভববারি॥
শমনভয়ে তোমায় ডাকি, সন্তানে দিও না ফাঁকি,
হর দুঃখ হরপ্রিয়ে বিশ্বস্তরী।
কালী কলুষনাশিনী, নর-কপালমালিনী,
ভয়হরা ভবদারা মহামায়া শুভঙ্করী,
সন্তানে চরণে রেখো, দেখো মা গো ভুলো নাকো,
কৃপা ভিন্ন সাধ অন্য নাহি করি॥৪৮॥

—

ছায়ানট—ধামার।

(সায়) জীবন ওরে মূঢ় মন,
দেখ না রে আয়ু হরে কাল।
(সদা) মোহঘুমঘোরে, রয়েছ অঘোরে,
(দেখ) রবিসুত সদা বসি শিয়রে,
জীবন রতন করিছে হরণ,
(হ'য়ে) অচেতন থেকো না অবোধ চিরকাল॥
(কালী) নামামৃত সদা কররে সেবন,
(তোর) ঘুমঘোর যাবে লভিবি চেতন,
নাম নিলে তাঁর শিহরে শমন,
(যাঁর) পদতলে প'ড়ে আছে মহাকাল॥৪৯॥

কেদারা—ঝাঁপতাল।

দুঃখহরা তারা নাম জেনেছি গো মা তোমার
তাই গো তব চরণ একান্ত করেছি সার॥
জরজর কলেবর কলুষ যাতনা,
প্রাণ মম কাতরে কাঁদিছে হরললনা,
কঠোর লাঞ্ছনা সহেনা,
কর করুণা, দিও না দুঃখ অনিবার॥ ৫০॥

নটনারায়ণ বেহাগ—ঝাঁপতাল।

হর দুঃখ মা গো হর-সীমন্তিনী।
মা হ'য়ে দেখ না চেয়ে তনয়ে পাষাণি,
কত গো সহিব বল না জননী॥
রাজরাজেশ্বরী, পুত্র আমি তোরি,
বল না কি লাগি, সদা জ্বলে মরি,
ভাসি আঁখিজলে, কর গো মা কোলে,
তাপিত তনয়ে ভুলনা ঈশানী॥ ৫১॥

বেহাগ—ধামার।

হাত তুলে দাঁড়ায়ে আছি কোথায় শ্যামা কর্ মা কোলে
পাষাণী পাষাণের মেয়ে ব্যথা নাই তোর ছেলে হ'লে

সদাই মত্ত সুধাপানে,
কোন কথাই শুনিস্‌না কাণে,
চাস্‌ না কার মুখপানে, পিতা পাগল পদতলে।
তাই ব'লে কি ছাড়্‌ব মা হাল,
কেন করিস্‌ এত নাকাল,
ভয়হরা তারা নাম, শ্রীনাথ দিয়েছেন ব'লে।
শমন-দমন নাম পেয়েছি,
আর কি মা গো ভয় রেখেছি,
ভবসিন্ধু সাঁতরে যাব জয় কালী জয় কালী ব'লে ॥৫২॥

সুর—ঝিঁঝিট—একতালা।

মা তোমার নাইকো মায়া হর-জায়া ত্রিনয়নী,
মার মত কি ব্যভার মা তোর, কেঁদে কাটাই দিন-যামিনী।
তোর যদি মা থাক্‌তো যতন,
তা হ'লে কি হ'তেম এমন,
মা-মরা ছেলের মতন ত্রাসে সারা হই জননী ॥
এনে এই ভবঘোরে, বেঁধে মা মায়া-ডোরে,
দিলি ছয় রিপুর করে, কেমন ক'রে কাত্যায়নী ॥
গড়েছ তুমি যেমন, হয়েছি আমি তেমন,
কথায় কথায় তবে শমন, কেন দেয় মা চোখরাঙ্গানী ॥৫৩॥

বাউল-ভীম-পলশ্রী—একতালা।

দিন ব'য়ে যায় দেখ্ রে ও দীন! সুদিন চেয়ে থাকবি কত।
তোর দিন বাছিতে দিন ফুরাল কাল রজনী হয় আগত॥
শৈশবের দিন ধূলাখেলা, যৌবনে যুবতী মেলা,
বৃদ্ধকালে জরার জ্বালা, দিন তবে তোর হ'ল না ত॥
কাল-সাগরের কূলে বাসা, ক'র্‌ছ কত সুখের আশা,
দেখ্‌লি না তোর ভাঙ্‌চে বাসা কালবারি-স্রোত অবিরত॥
আকাশে রামধনুর মেলা, ভঙ্গুর এ সংসারখেলা,
দেখ্‌তে দেখ্‌তে ভেঙ্গে যাবে ঠিক যেন স্বপনের মত॥
কাটালি দিন দিনের আশে, শিয়রে শমন হাসে,
কেন আর ভাবছ ব'সে, হও দীনতারিণীর পদাশ্রিত॥৫৪।

---

বাউল—মঙ্গল-বিভাস—একতালা।

ও মা দীনতারিণী ত্রিনয়নী, ত্রাণ কর আমারে।
তুমি জগদ্ধাত্রী ত্রাণকর্ত্রী তাই ডাকি তোমারে॥
আমি সাধনবিহীন মা গো দীন অভাজন,
ভজন-পূজন জানি না মা, তার কৃপা ক'রে।
ও মা ভব-বারি, হেরে ভয়ে মরি,
বিনা চরণ-তরী কিসে তরি এ ভব-পাথারে॥

আমি অন্ধ সম, মাগো "বেড়াই ঘুরে,
ভরসা তোমার চরণ-জ্যোতি, এ ঘোর আঁধারে।
মা, তোর শ্রীচরণে দাসের এই নিবেদন,
আর যেন মা আসতে হয় না এ ভবসংসারে॥৫৫॥

—•—

বাউল—বাহার-খাম্বাজ—একতালা।

ফের-ফারে মা বাধালি লেঠা দিয়ে চৌদ্দ পোয়া জমীর পাটা।
দুখ বল্‌ব কি মা আর, জমা নিতান্ত অসার,
হয় না ফসল, চাষ বিনে তায় কেবল কাঁটা সার ;
কার বুকের পাটা কাটবে কাঁটা, ঘিরে রয়েছে সাপ ছটা॥
জমী শুক্নো চিরদিন, আয় ত্রিতাপে কঠিন,
চৌচাপটে ফেটে গেছে হয়েছে রসহীন,
দিলে ছেঁচা জল হয় মা বিফল,
তার নদিকে ঘোগ বয় না'টা॥
কৃষিকর্ম্মে হয় মা সুখ, আমার কর্ম্মদোষে দুখ,
আখেরীর দিন নিকট যত কাঁপছে গো মা বুক ;
ও মা শমন ছোঁড়া বড় কড়া, সে বাকীর দায়ে মারবে শোটা।
শুন মা শুভঙ্করী, দীনে করুণা করি,
ছাড়-খালাসী দাও মা দাসে বাকীর দায়ে তরি,
ও মা পাড়ছি গো ঘোর সঙ্কটে আমায় রাখ পদে শঙ্কটা॥৫৬॥

—

বাউল-রাহা—খাম্বাজ—একতাল।

ভবের হাটে মণিহারির দোকান দেখ্ রে মন।
দোকান মালে ভরা, খদ্দের ঘেরা, মায়া কিন্‌চে বেচ্‌ছে
দেখ্ কেমন॥
বিষয়-লালসা চুমি, খদ্দের পেয়ে হয় খুসী,
বিবেক বৈরাগ্য ধন দেয় রাশি রাশি,
আবার যতন ক'রে কিন্‌ছে দেখ মোহের ঘুন্‌সী মনোমতন
মায়া ডাক্‌ছে হাত নেড়ে খদ্দের চলেছে তেড়ে,
কামিনী ঝুম্‌ঝুমি দিয়ে নিচ্ছে মন কেড়ে,
বেচ্‌ছে কপটতার কৌটা কত নিয়ে সরলতা ধন॥
খদ্দের দিয়েছে বায়না, নিচ্ছে যশেরি আয়না,
পর্‌বে গরব-চুড়ী কিন্‌তেছে নানা,
আবার পাপের ধুব্‌ড়ী, সিন্দুর-চুব্‌ড়ী
নিচ্ছে ইচ্ছে যার যেমন॥
গরব ক'রে দোকানি, বেচ্ছে হিংসা চিরুণী,
মোটা মোটা দাঁত দেখে, নেয় আদরে ধনী,
আবার অহঙ্কারে ফাঁপা গোলা লুফে নেয় ক'রে যতন॥
আমার ছিল যা সম্বল, ফুঁকে সার হলো কম্বল,
ক্ষেপায় প'ড়ে ভবের হাটে হয়েছি ভম্বোল,
এখন মহামায়া কর দয়া দেও কাঙ্গালে শ্রীচরণ॥৫৭॥

ছায়ানট-কামোদ—স্বরফাঁকতাল।

( "শম্ভু শিব মহেশ আদি ত্রিলোচন"—সুর।

বন্দে সুরবরণো ত্বং হি ত্রিলোচনে !
হীনপ্রভ হেরে দিনেশ কর-পদনখর বিমলোজ্জ্বল ভাতি
ছটা ঘটা মুকুট গলে মুণ্ডমালা,
অতুল পদতলে, মরি, প'ড়ে পশুপতি ॥
রঞ্জিত গণ্ডস্থল ঝলমল জ্যোতি চল চল,
চারু চিকুর দল নীল লম্বিত তড়িতগতি ॥
চিরমন্দ মম মতি বিনাশ কর গো মাতঃ,
অধমজন-দুঃখ দূর কর পদে মিনতি ॥৫৮॥

---

খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

পিও শ্যামা সুখতরঙ্গ, নিশিদিন মন-মাতঙ্গ,
কালভয় রঙ্গে ভঙ্গ সতত সুরবন্দিনী।
শোভে শিরে চাঁচর কেশ, ঢল ঢল মোহিনী বেশ,
আসব-পানে ফুল্ল প্রাণে চলত গজগামিনী ॥
হি হি হাস অরি নাশ, সুরাসুর-নরত্রাস,
শোণিতমালশোভিত ভাল যোগিনীদলসঙ্গিনী ॥
রূপ হেরি মহেশ ভোর, ঢুলু ঢুলু নয়ন ঘোর,
হৃদয়মাঝে সমর-সাজে নাচত রণরঙ্গিনী ॥৫৯॥

বাউল—খট—যৎ।

কেমন মজার সং সেজেছি একবার দেখে যা মা শ্যামা।
কটিতে পেণ্টুলেন আঁটা উপরে আলপাকার জামা॥
শোন মা বলি বলি, বগলে কমসালার থলি,
দশটার ট্রেণে যাব হুগলী, বাবুদের আজ মোকদ্দমা।
ঘটার নাই মা পরিমাণ, সাকী আমার মুসলমান,
যোগাইত তারে তামাক পান, যেন থানাবাড়ীর খানসামা।
দুবেতে কত প্রাণে বাজে, সাজাল বিবিধ সাজে,
আরও কি মা সাজা সাজে, বল গো হরমনোরমা॥৬০॥

---

বেহাগ—ঝাঁপতাল।

নাম ধরেছ সর্ব্বনাশী ডাক্‌বো তোরে কি আর ব'লে।
মা বল্‌তে সাধ হয় না তো মা,
মার ব্যাভার তোর নাইকো মূলে।
( তোর ব্যাভারে প্রাণ উঠে জ্বলে )॥
কে শুনেছে এমন কথা,
হাতে কেটে ছেলের মাথা,
কোন্ নাতায় পরেছে কোথা ছেলের মাথার মালা গলে
নাম অভয়া ভয়ঙ্করী,
এ কি ধারা বুঝতে নারি,
ভয়ে যম যায় না কাছে পালায় ছুটে নাম শুনিলে॥

শুভঙ্করী বলে সবে,
কার শুভ করেছ কবে,
নাম নিলে সার ঝুলি-কাঁথা, সাক্ষী শিব ঐ চরণ-তলে ॥
বুঝতে নারি তোর মর্ম্ম,
নাইকো মা তোর ধর্ম্মাধর্ম্ম,
প্রসবি গ্রাসিছ শিশু, কি রহস্য কোন্ ছলে ॥
আগম নিগম তন্ত্রসারে,
( তোর ) গুণের কথায় সবায় হারে,
সৃষ্টি ছাড়া কি বেয়াড়া, জোড়া তোর মা নাইকো মেলে ॥
অপরের কি কব কথা,
ভাঙ্গোড় ভোলা বৃদ্ধ পিতা,
তোর তরে সার ঝুলি-কাঁথা, ভয়ে লুটায় চরণতলে ॥৬১॥

নট্ খাম্বাজ—ঠুংরি।

( "দেবী-মাগ্নী কালীজী"—সুর )

শ্যামা ভবভাবিনী, সুরনায়কবন্দিনী মা ঈশানী।
তাপ-জ্বালা নাশো গিরিবালা ভবভয়বিনাশিনী ॥
মুণ্ডমালী দনবারণকারিণী, দম্ভ বিমর্দ্দিনী বরাভয়দায়িনী,
কোটি-চন্দ্রপরকাশ-সুহাসিনী মত্তমাতঙ্গিনীগামিনী রূপিণী ॥
মুক্তকেশী পাশী রণরঙ্গিণী, সুধাপদ মুরারিভয়ভঙ্গিনী,
ত্রিপুরেশ্বরী অরিরক্তপানী অভীষ্টসংপালিনী।

বাউল—খট—যৎ।

কেমন মজার সং সেজেছি একবার দেখে যা মা শ্যামা।
কটিতে পেণ্টুলেন আঁটা উপরে আলপাকার জামা॥
শোন মা বগলে বলি, বগলে কাগজের থলি,
দশটার ট্রেণে যাব হুগলী, বাবুদের আজ মোকদ্দমা।
ঘটার নাই মা পরিমাণ, সাক্ষী আমার মুসলমান,
যোগাই তারে তামাক পান, যেন খানাবাড়ীর খানসামা॥
বলতে কথা প্রাণে বাজে, সাজালি বিবিধ সাজে,
আরও কি মা সাজা সাজে, বল্ গো হরমনোরমা॥৬০॥

বেহাগ—ঝাঁপতাল।

নাম ধরেছ সর্ব্বনাশী ডাক্‌বো তোরে কি আর ব'লে।
মা বল্‌তে সাধ হয় না তো মা,
মার ব্যাভার তোর নাইকো মূলে।
( তোর ব্যাভারে প্রাণ উঠে জ্বলে )॥
কে শুনেছে এমন কথা,
হাতে কেটে ছেলের মাথা,
কোন্ মাতায় পরেছে কোথা ছেলের মাথার মালা গলে॥
নাম অভয়া ভয়ঙ্করী,
এ কি ধারা বুঝতে নারি,
ভয়ে যম যায় না কাছে পালায় ছুটে নাম শুনিলে॥

শুভঙ্করী বলে সবে,
কার শুভ করেছ কবে,
নাম নিলে সার ঝুলি-কাঁথা, সাক্ষী শিব ঐ চরণ-তলে ॥
বুঝতে নারি তোর মর্ম্ম,
নাইকো মা তোর ধর্ম্মাধর্ম্ম,
প্রসবি গ্রাসিছ বিশ্ব, কি রহস্য কোন্ ছলে ॥
আগম নিগম তন্ত্রসারে,
( তোর ) গুণের কথায় সবার হারে,
সৃষ্টি ছাড়া কি বেয়াড়া, জোড়া তোর মা নাইকো মেলে ॥
অপরের কি কব কথা,
ভাঙ্গোড় ভোলা বৃদ্ধ পিতা,
তোর ভর্ত্তার সার ঝুলি-কাঁথা, ভয়ে লুটায় চরণতলে ॥৬১॥

নট্ খাম্বাজ—ঠুংরি।

( "দেবী-মায়ী কালীজী"—সুর )

শ্যামা ভবভাবিনী, সুরনায়কবন্দিনী মা ঈশানী।
তাপ-জ্বালা নাশো গিরিবালা ভবভয়বিনাশিনী ॥
মুণ্ডমালী দনবারণকারিণী, দম্ভ-বিমর্দ্দিনী বরাভয়দায়িনী,
কোটি-চন্দ্রপরকাশ-সুহাসিনী মত্তমাতঙ্গিনীগামিনী রূপিণী ॥
মুক্তকেশী পাশী রণরঙ্গিণী, সুধাপদ মুরারিভয়ভঞ্জিনী,
ত্রিপুরেশ্বরী অরিরক্তপানী অভীষ্টসংপালিনী,

দুষ্ট-দর্প বিনাশ কর মা শিবে,
নবঘন বরণী হিমাচল-নন্দিনী,
ভব-ভাবনা হর মা হরকামিনী,
মোহে তার মহেশ-ঘরণী ॥ ৬২ ॥

গারা ভৈরবী—একতালা।

( "মন আমার দিন কাটালি মূল খেয়ালি"—সুর )

অভয়া তোর ভয় হয়েছে নাম ডুবেছে,
সকলকে মা দেব ব'লে।
নইলে কেন দেও না সাড়া যতই ডাকি মা মা ব'লে।
কালকেতুর বও ধনের ঘড়া, রামপ্রসাদের বাঁধ্‌লি বেড়া,
তারাই কি তোর আপন কোলে,
আমরা কি তোর সতান-ছেলে ॥
আপন জোরে যারা তরে, তারা নাম কি তাদের তরে,
পতিতে তরাও মা যদি তবেই তারা নাম ত ফলে ॥
কালভয়বারিণী কালী, কাজে-তা মা কই দেখালি,
কান্‌ খেয়ে নাম ধর কালী, গালি দেই মা প্রাণ যে জলে ॥
সেই তোমারে চিনেছিল, সর্ব্বনাশী নাম যে দিল,
ঐ নামে শিব শ্মশানবাসী নীলকণ্ঠ হলাহলে ॥ ৬৩ ॥

রামপ্রসাদী—একতালা।

বল্ মা তোর এ কেমন ধারা।
আমি আর পারিনে কোলে নে মা,
কেঁদে কেঁদে হলাম সারা॥
ভবের মেলা দেখাইতে, (ও মা) ভুলায়ে আনিলি সাথে,
এখন ছেড়ে দিয়ে মেলার মাঝে,
কোথায় তুই লুকালি তারা॥
পাষাণী পাষাণের বেটী, (ও মা) জোড়া তোর মেলে না জুটি
দেখি নির্দয় হৃদয় পরিপাটী,
মা নাম তোর দিয়েছে কারা॥
গুরুদাস কয় শোন্ লি মন,
মা নির্দয়া নয় তো কখন,
তোর মোহঘোরে অন্ধ নয়ন,
দেখতে পাসনে দিশেহারা॥ ৬৭॥

রামপ্রসাদী—লুম্ ঝিঁঝিট—একতালা।

কৃপা কর মা ক্ষেমঙ্করি!
আমি দেখ্লাম কত বেয়ে চেয়ে কিছুই ত করিতে নারি।
দিয়েছ যে অহঙ্কার, তারে আঁটে সাধ্য বা কার,
সে গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল কথায় কথায় বাহাদুরী।

পচা আদা ঝালে ভরা, বেশ বুঝেছি ও মা তারা,
এখন কৃপা ক'রে দুঃখহরা ঘুচিয়ে দে আমি আনাড়ি ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে এই রটে, তুই আছিস্ মা সকল ঘটে,
ও মা তবে কেন এমন ঘটে, এ কি খেলা লুকোচুরি ।
দুঃখের কথা কারে জানাই, নাম গোয়ালা কাঁজি খাই,
এখন ঐ চরণে দে মা ঠাঁই, দেবেন্দ্র তনয় তোমারি ॥৬৫ ॥

# শ্যামা—দোলগীতি

বসন্ত—সুর ফাঁকতাল ।

সাজাব আবীর দিয়ে শ্যামা তোমারে ।
হৃদয় সুখাগ, সৌরভ-ফাগ, নয়নসলিলে,
গুলে যতনে দিব চরণে, ললিত ধারে ॥
ভকতহৃদয় ভূষিত, মনোহর দোলা রঞ্জিত,
বৈস গো মাতঃ অবিরত, দোলায় মন সমীরে ॥
ভকতি সোহাগ, কুঙ্কুম রাগ রঞ্জিত বিলাসে,
সাধ ওরূপ নিরখিব নয়ন ভ'রে ;
নেহারি এ দোল রঞ্জন, রবিসুত-ভয়-ভঞ্জন,
ভকতচিত বিগলিত মোহিত আঁখি ঝরে ॥৬৬॥

ভাঁঝরো—ঝাঁপতাল।

মনোহর লোহিত ফাগে শ্যামা হোরী খেলে
নিরখিয়ে বিভোর চিত হরষে।
লাস্যরঙ্গে ধায় দোলে কুন্তল বিশাল,
উজ্জ্বল ত্রিভুবন তমোরাশি নাশে ॥
বাসবতোষণ লোহিত চরণ ফাগনীরে,
লালছটা বিম্বাধর মধুর হাসে।
ভকত-হৃদিরাগ-ফাগে যতনে পদনূপুর,
রঞ্জিয়ে পাপ তাপ নাশি জুড়াও দাসে ॥ ৬৭ ॥

# আগমনী

গৌরসারঙ্গ—দাদ্‌রা।

আজ কেন ভাই দুখের ধরা আচম্বিতে সুখে ভাসে.
দেখ ঐ নীলাকাশে তারার মালা ঢ'লে হাসে ॥
সুবাসে কুসুমকলি,
গরবে পড়িছে ঢলি,
সমীরণ গন্ধময়, বেড়ায় ভেসে দেশে দেশে ॥
না জানি কিসের তরে,
আপনি নয়ন ঝরে,
হৃদয়ে সুখের লহর, মন আমার নাই স্ববশে ॥

বুঝেছি দুখের ধরা,
কেন আজ সুখে ভরা,
এসেছেন দুঃখহরা মা আমার এই মর্ত্ত্যবাসে ॥
চল ভাই চল চল,
দুখের দিন ঘুচে গেল,
দেখি মার চরণযুগল শমন-ভয় যায় বিনাশে ॥৬৮॥

ললিত—একতালা।

এত দিনের পরে মা তোর পড়েছে মনে।
ও গো মা হয়ে সন্তানে ভুলে, ছিলে বল কোন্ প্রাণে ॥
আমরা হয়ে মা হারা, ছিলাম জীয়ন্তে মরা,
মা মা ব'লে কেঁদে কেঁদে হয়েছি সারা,
তুমি অনায়াসে কৈলাস-বাসে ছিলে বল কেমনে ॥
বাবা ভোলা দিগম্বর, তার নাইকো আত্মপর,
মা তয়ে তোর কোলে পিঠে এ কেমন বাভার,
কারে নিয়ে কোলে পিয়াও সুধা, কেউ ক্ষুধায় মরে পরাণে
মনে ভেবেছিলাম সার, তোমায় ডাকিব না আর,
শমন-ভয়ে ব্যাকুল হয়ে তাই ডাকি আবার,
তুমি কালভয়বারিণী মা গো শুনেছি বেদ পুরাণে ॥৬৯॥

———

সুরাটমল্লার—একতালা।

জয় মা অম্বিকে ত্রিলোকপালিকে,
কিংশুকমালিকে হরমনোমোহিনী।
চরণকমলে, তপন উজলে, ভক্তভৃঙ্গে রঙ্গে পীযূষদায়িনী॥
দশ ভুজে কিবা আয়ুধ ধরা,
সিংহবাহিনী দৈত্য-দর্পহরা,
শমনত্রাস কর বিনাশ লটপট বেণী কালভুজঙ্গিনী॥
সব্যে বামে শোভে সারদা কমলা,
শতদলে যেন সুস্থিরা চপলা,
গুহ গজানন,শোভিছে নন্দন,আনন্দমগনা নগেন্দ্রনন্দিনী॥
ভব-ঘোরভয়হরা ভবরাণী,
ললাটলোচনা ভৈরবী ভবানী,
রাখ রাঙা পায়, আমি নিরুপায়, নমঃ নমঃ দুর্গে
দুর্গতিনাশিনী॥৭০॥

বিভাষ—একতালা।

পেয়েছি যদি গো মা! আর দিব না তোমায় যেতে।
রাখ্‌ব মা, চখে চখে হের্‌বো তোরে দিনে রেতে।
কত দিন গেছে চ'লে, ডেকেছি মা মা ব'লে,
ভেসেছি নয়ন-জলে কর্ মা, কোলে তাপিত সুতে॥

আমাদের ফেলে হেথা, চলে তুই যাস্ মা, কোথা,
শুনেছি থাকিস্ যথা, পাস্‌নে তথা খেতে শুতে ॥
শুনি মা, আর এক কথা, ভূত ভর না কি বাসা তথা,
মা ব'লে ডাকে তোকে, ভুলে কাকে দিস্ মা, খেতে ?
আমাদের মা-বলা মা। তোর কি ভাল লাগে না,
এত কি মিষ্টি ক'রে ডাকে তোকে পিশাচ ভূতে ॥৭১॥

ললিত—আড়া।

আমায় বল্ দেখি ভাই আচম্বিতে কাঁদে কেন মন।
নীলাকাশে শশীর হাসি, চিরকাল ভালবাসি,
আজ কেন তারে দেখে বারি ঝরে দুনয়ন ॥
মা আনন্দময়ী ঘরে, নিরানন্দ কিসের তরে,
আজ কেন মার বদন হেরে প্রাণ করে এমন ॥
বুঝেছি ভেঙ্গেছে কপাল, নবমীর নিশি হ'লো কাল,
প্রভাতে মা যাবেন চ'লে কৈলাস-ভবন ॥
বল রে মিনতি-করে, মনের কথা শশধরে,
আজ যেন সে অস্তাচলে করে না গমন ॥৭২॥

গৌরসারঙ্গ—একতালা।

যেও না অস্তে তুমি হে রজনী কৃপা কর।
নিদয়া নও তো তুমি সদয় হয়ে কথা ধর॥
পরদুখ সইতে নার, তাপিতের তাপ নিবার,
রবিকর-তপ্ত ধরা কোলে ক'রে শীতল কর॥
আমরা তাপিত অতি, হর তাপ গুণবতি!
হের হে বিভাবরী নয়নে বারি ঝরো ঝরো॥
যেও না কথা ঠেলে, তুমি গো প্রভাত হ'লে,
মা-হারা হব মোরা, আসবে নিতে গঙ্গাধর॥
যদি রাখ এই কথা, পাবে না মর্ম্মে ব্যথা,
রাহুর গ্রাসে চাঁদ-বিরহে হবে না আর জর জর॥৭৩॥

# বিজয়া

বিভাস—একতালা।

এই দেখ মায়ের চোখে ঝরে বারি সইতে নারি ভাই॥
নিতে এলে ভোলা, বল্‌বো খোলা যেতে দিব নাই॥
বাবা ব'লে এবার ছাড়ব না ভাই,
হন হবেন বেজার, উচিত কথা বলতে না ডরাই
বল্‌বো দিগম্বরে, মাকে নিয়ে ঘরে,
তুমি দেও না বসন, দেও না ভূষণ, গায়ে মাথাও ছাই॥

শুনে দুঃখে মরি, মা রাজরাজেশ্বরী;
ভূতের তরে সিদ্ধি বাটে এ কি ধে বালাই।
শিব শ্মশানে ফেরে, খায় ভিক্ষে ক'রে,
পুঁজির মধ্যে বুড়ো বলদ এই ত শুধু শুন্‌তে পাই॥
গিরিরাণীর দেখা পেলে সুধাই,
কোন্ প্রাণে সে পাগল হয়ে করেছে জামাই॥
আমরা মায়ের ছেলে, মা বই জানি না আর,
তুই যদি যাস্ মা ফেলে কার কাছে দাঁড়াই॥৭৪॥

---

পূরবী—একতালা।

বল্‌মা তুই কি আমার নয়?
মা হ'লে কোলে তুলে আদর ক'রে কথা কয়।
নিয়ে ঐ দুটো ছেলে, চ'লে যাস্ আমায় ফেলে,
কেঁদে গো বছর গেলে এক একবার মা, দেখা হয়।
খেয়েছিস্ কানের মাথা, শুনিস্‌নে কোন কথা,
মা কি তোর নাই মমতা, বল্ মা, ব্যথা কত সয়।
মা কিসে বলে তোকে, রয়েছিস আপন ঝোঁকে,
বেঁধে হায় পাষাণ বুকে নিদয় হ'য়ে মা কি রয়॥ ৭৫॥

---

# শ্রীমহাদেবাষ্টক

## টহলদারী ভৈরবী—ঠুংরী

১

মহাযোগযোগে মহাদেব রাজে।
শশিখণ্ড ভালে কিবা শুভ্র সাজে॥
অনঙ্গে অপাঙ্গে সদা দগ্ধকারী।
মহাদেব বন্দে মহামোহহারী॥

২

বিরূপাক্ষ শূলী গলে ব্যালমালা।
চিতাভস্ম অঙ্গে শ্মশানেশ ভোলা॥
ফণী যজ্ঞসূত্রী জটাজূটধারী।
মহাদেব বন্দে মহামোহহারী॥

৩

নমস্তে পিনাকী গলে অক্ষমালা।
নিতম্বে বিলম্বে কিবা বাঘছালা॥
শুভধ্যানধারী সদা দুঃখবারী।
মহাদেব বন্দে মহামোহহারী॥

৪

কবন্ধে পিশাচে ধরে তালরঙ্গে।
মহাকাল নাচে কিবা ভূত সঙ্গে॥

মহারুদ্ররূপে জগদ্ধ্বংসকারী।
মহাদেব বন্দে মহামোহহারী॥

৫

কিবা-কালকূটে ধরে নীলকণ্ঠে।
সুরেন্দ্রাদি সর্ব্বে সদা পাদলুণ্ঠে॥
সদানন্দ বামে বরাঙ্গী সুনারী।
মহাদেব বন্দে মহামোহহারী॥

৬

বৃষারূঢ় ধাতা বিষাণে বিলাসী।
উমানাথ বন্দে হিমাগারবাসী॥
ত্রিলোকেশ পাতা সদা ব্যোমচারী।
মহাদেব বন্দে মহামোহহারী॥

৭

শিরে পূত গঙ্গা হৃদে নৃত্যকালী।
ধরাভারহারী ষড়ৈশ্বর্য্যশালী॥
সদাশান্তিদাতা মহাবীর্য্যধারী।
মহাদেব বন্দে মহামোহহারী॥

৮

সদা সাধ চিত্তে তব প্রেমগানে।
প্রসীদ প্রপন্নে কৃপাবিন্দুদানে॥
ভুজঙ্গপ্রয়াতে সুধাসিক্তছন্দে।
হিরণ্যপ্রসাদে মহাদেব বন্দে॥ ৭৬॥

## জন্মাষ্টমী

বেহাগ—একতালা।

কে শিশু কাল-বরণ,
কাল-নিবারণ, রূপ মরি মরি!

প্রলয়া প্রকৃতি যামিনী বিঘোরা,
অশনি-নিঃস্বনে বিকম্পিতা ধরা,
পলকে পলকে চপলা ঝলকে,
এল কে? এ লোকে লোক-বিমোহন!

প্রসূতি পাসরে প্রসব বেদন,
প্রসূত নন্দনে করি দরশন,
এ কি বিপরীত ভয়ে সচকিত,
জননী-নয়নে বারি বরিষণ॥

ভবেরি বন্ধন যাঁর নামে যায়,
কঠিন শৃঙ্খল তাঁর মা'র পায়,
এ কি ভাব মরি কে বুঝিবে হায়,
না বুঝালে বাঁকা মদনমোহন॥

দীন বিনা, হায় দীনের বেদনা,
কে আর তেমন বুঝিবে বল না,
তাই দীনবেশে, কংস-কারাবাসে,
দীনবন্ধু মরি দিল দরশন॥ ৭৭॥

## নন্দোৎসব

নিশাদাৎ-খাম্বাজ—একতালা।

কি আনন্দ নন্দালয়ে, ব্রজবাসিগণ
যশোদা-নন্দনে হেরি আনন্দে মগন!
তিমির-নাশন কালবরণ কে দেখেছে হায়,
কালশশী মৃদু হাসি মায়ের পানে চায়,
মা কোলে তুলে লয়,
সবে প্রেমানন্দে শ্রীগোবিন্দে করে নিরীক্ষণ॥
ব্রজনারী সারি সারি যায় ত্বরা করি,
কোলের ছেলে যায় গো ভুলে গোপালে হেরি,
কিবা রূপ আ মরি মরি,
( বলে ) আয় রে কোলে সোণার যাদু বুক-জুড়ান ধন॥
আনন্দে বিমানে যত দেব-দেবীগণ,
( সবে ) নরলীলা নিরখিয়ে প্রফুল্লিত মন,
করে স্তব মুনি-ঋষিগণ,
কিন্নরে মধুর স্বরে করে সংকীর্ত্তন॥
ভক্তচিত বিমোহিত হেরে রূপের ফাঁদ,
আনন্দে পিয়ে সুধা হেরে কালাচাঁদ,
ধরণীর ঘুচিল বিষাদ,
ভূভার-হরণে অবতীর্ণ নারায়ণ॥ ৭৮॥

---

## হোলী

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

সরস বসন্তে আজি শ্রীকান্ত খেলিছে হোরী।
লালে লাল নিধুবনে বঁধু সনে লাল প্যারী॥
লাল কুঞ্জ লতাফুল,
লালেলাল অলিকুল,
শাখি'পরে সোহাগভরে গায় লাল শুক-শারী॥
লাল ফাগ মাখি গায়,
মলয়-সমীর ধায়,
লালে লাল গগনকায় লাল যমুনা-বারি॥
লাল বৃন্দাবন রেণু,
লালে লাল গোঠে ধেনু,
লাল গোপী উন্মাদিনী শ্যামে দেয় পিচকারী।
শ্যামসোহাগে সোহাগিনী,
আমাদের রাই কমলিনী,
সখী সঙ্গে প্রেম-তরঙ্গে খেলে হোরী শ্যামে ঘেরি॥
হৃদ্‌মাঝে এ হোরী-খেলা,
দেখে যে তার রয় না জ্বালা,
খেলে না সে ভবের খেলা, হৃদে বয় তার প্রেমের বারি॥৭৯

# শ্রীকৃষ্ণ-ধ্যান

( "রতি-সুখ-সারে গতমভিসারে"--স্বর )

শ্যামল সুন্দর রূপ মনোহর, কে তুমি হৃদয় মাঝে।
নীল শতদল শ্রীপদ যুগল, নখরে চাঁদ বিরাজে॥
চরণে চরণ করিয়ে অর্পণ, দাঁড়ায়ে ললিত ঠামে।
কিবা ক্ষীণ কটী, পরা পীতধটী, ঈষৎ হেলায়ে বামে॥
বক্ষঃ সুবিশাল, তাহে বনমাল দুলিছে মৃদুল দোলে।
হেরি সে দোলন নয়নরঞ্জন, ভকত মানস ভোলে॥
ললিত বর্ত্তুল বাহু সুযুগল, শ্রীকরে মোহন বাঁশী।
মুনি মনোলোভা নীলকণ্ঠ কিবা, অধরে মধুর হাসি॥
রক্ত গণ্ডস্থল আভা সমুজ্জ্বল, রক্তিম প্রবাল প্রায়।
শ্রবণে কুণ্ডল করে ঝলমল, কি শোভা হয়েছে তায়॥
নাসা সুশোভন তিলক রঞ্জন, মুকুতা নোলক তায়।
কিবা মনোহর, কাঁপে থরথর নাসার মৃদুল বায়॥
অর্দ্ধ কলেবর নীল শশধর, নিটোল ললাট হেন।
অলকা চঞ্চল, মেঘ শিশুদল পবনে খেলিছে যেন॥
খঞ্জন গঞ্জন নয়ন রঞ্জন বঙ্কিম মোহন ছাঁদে।
পলক বিলাসে চপলা-প্রকাশে, ভ্রূপাশে মদন কাঁদে॥
চাঁচর-চিকুর বিনায়ে প্রচুর কে বাঁধিল চূড়া হেলা।
শিখি-পুচ্ছতায় কিবা শোভা পায় পবনে করিছে খেলা।
নীল কলেবর চন্দনে চর্চ্চিত, কি রূপ-মাধুরী মরি।
দেবেন্দ্র-বাঞ্ছিত সুরাগ-রঞ্জিত ও-পদ হৃদয়ে ধরি॥৮০॥

# শ্রীহরিসংকীর্ত্তন

কীর্ত্তন।—ললিতবিভাষ—একতালা।

এস এস দয়াময় কর কৃপা বিতরণ।
ভবমোহে ভুলে হরি করি না তোমা স্মরণ ॥
তাই বুঝি নরহরি ধরি রূপ মহামারী,
ভয় দিয়ে নরে কর হে চেতন ॥
এবে ত্যজি ভীমবেশ, ওহে পরমেশ,
(হরি) কর ভয় নিবারণ ॥
( দয়াময় ) ( দয়াময় ) ( দয়াময় )
(শান্ত হও হে) ( আমি চরণে শরণাগত )
হরি তুমি শান্তিনিকেতন ) ( রুদ্ররূপ হেরি ভয়ে মরি )
শান্ত হও হে।
চরণে শরণ, মাগি নারায়ণ
কর দাসে কৃপা দান।
তোমা বিনা হরি উপায় না হেরি
কর দীনে পরিত্রাণ।
হরি ভয়হর, দূর কর দূর যাতনা।
তুমি বিপদভঞ্জন হে মধুসূদন.
( দাসে ) দেও হে শ্রীচরণ ॥ ৮১ ॥

কীর্ত্তন—ললিত-বিভাষ—একতালা।

দীনের গতি কি হবে বল হে দীনতারণ।
বড় আশে তব পাশে এসেছে এ দুখভাজন ॥
বিমুখ হয়ো না দাসে, তোষ প্রাণ আশাভাষে,
সদা জ্বলে হৃদে ত্রিতাপ-দহন,
তব কৃপা-বারি দানে, জুড়াও হে এ দীনে,
( হরি ) তুমি পাপনিবারণ ;
(দীননাথ) (দীননাথ) (দীননাথ)
একবার দেখা দেও হে,
( আমার মনকদম্ব তরুমূলে )
( হরি ললিত ত্রিভঙ্গঠামে )
( ধরি অধরে মোহন বাঁশী )
( হরি ব্রজের সাজে হৃদয়মাঝে )
( তোমার ব্রজেশ্বরী বামে লয়ে )
( যুগল রূপ হেরি জুড়াই হিয়ে )
( হেরে ত্রিতাপ-জ্বালা দূরে যাবে )
একবার দেখা দেও হে।
ভবভয়ভঞ্জন পতিতপাবন ডাকি তোমায় গুণধাম ;
সাধনভজনবিহীন যে জন সম্বল কেবল নাম।
তাই ডাকি তোমায় সকাতরে নীলবরণ
তুমি ভুলিয়ে এ দীনে রয়েছ কেমনে,
দীনে দেও হে দরশন ॥ ৮২ ॥

জয়জয়ন্তী—ধামার।

শ্রীহরি শ্রীহরি বলি ডাক রে মন অবিরাম।
কলিকলুষবিনাশী স্মর শ্রীহরির নাম॥
ভাগবতে আছে উক্তি, হরিনামে হয় মুক্তি,
নামে চতুর্ব্বর্গ মেলে ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম॥
ভক্তি বা অভক্তিভরে, যে জন হরিবে স্মরে,
শমন তাহারে ডরে, পায় সে কৈবল্য-ধাম॥
পাপী তাপী দুরাচারী, সবাই নামের অধিকারী,
পতিতপাবন হরি নহে কা'র প্রতি বাম॥ ৮৩॥

ছায়ানট—দাদরা।

দয়ার কি হয় অবধি, পাষাণ হৃদি যায় রে গলে।
ছাড় না ছাড়্‌লে আমি, ভুল্লে তুমি যাও না ভুলে॥
গরলে সুধামাখা, এ কি প্রেম হৃদয়-সখা,
'মারীভয়' দিয়ে হরি নাম সুধা পান করাইলে॥ ৮৪॥

বাউল—বাহার-খাম্বাজ—লোফা।

মন-পাখী তোরে বারে বারে কত আর বুঝাব।
পাখী শুনেও শোন না কানে, ধরেছ কি ভাব॥

দিনে দিনে যত্ন ক'রে কত খাবার দি,
পাখী ক'রেছ তার কি ?
তুমি মণ্ডা খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে ডাক বাঁকের রব ॥
যদি বল পাখী আমি থাক্‌বো কত দিন,
হদ্দ দুদিন কি তিন দিন,
গেলে এড়াতে নার্‌বি রে হাত ব্যাধরূপী ভব ॥
বলি ও রে পাখী তোরে, যদি ভাল চাও,
রাধা-কৃষ্ণ গুণ গাও,
নইলে তোর কপালে আছে কষ্ট, ব'লে কি জানব ॥ ৮৫

সাহানা—ঝাপতাল।

জয় জয় কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু দয়াময়।
দীনে দয়া করি হরি নাশ রবিসুত-ভয় ॥
আমি অতি হীনগতি, তব প্রতি নাহি রতি,
তুমি অগতির গতি, ভুল না হে অসময়,
অন্তিমে অধমে নাথ দিও তব পদাশ্রয় ॥ ৮৬ ॥

ইমন কল্যাণ—চৌতাল।

আস্থায়ী।

হরিপদসরোজে

পিও মধু মন আমার যতনে, তাঁরে ভুল না মন স্মর জীবনে,
নরস্কর কৃতান্ত করাল ক্রমে অগ্রসর ভীম নিনাদে ভীষণ গরজে

অন্তরা

অসুরঘাতন জলদকায়, নেহার ত্রাসিতে রক্ষা পায়,
ভয়ে বিকম্পিত হৃদয় শুকায় ভয়বার হরি তব পদব্রজে।

সঞ্চারী

রাধিকা-রমণ-মদন-ত্রাস, ধৃত-পীত-ধটী মৃদুহাস,
নিকুঞ্জবিহারী শ্রীনিবাস, দানবদলন বৈরিনাশন ॥

আভোগ

জয় জয় ভয়হর হরি, অনাদি পুরুষ গোলোকবিহারী,
নমি পদে, ডাকে ভকত তোমারি, তব পদে মম চিত যেন
মজে ॥ ৮৭ ॥

কীর্ত্তন—আড়ানা-খাম্বাজ—লোফা।

যখন আস্‌বে শমন তখন কি হবে।
তাই বলি মন শোন্ কথা শোন্ এই বেলা ডাক মাধবে ॥
দারা সুত পরিবার, দেখ ভেবে মন হরি বিনে কে তোর আপনার,
ভবে এলে একা, যাবে একা মুখ চেয়ে কার আছ তবে ॥
ওরে অবোধ মন ডাক ভক্তিভরে সকাতরে শ্রীমধুসূদন,
হরি ডাক্‌লে পরে রৈতে নারে, দয়াল সে এমন,
কেন মোহবশে রও অলসে ভুল না মন কেশবে ॥৮৮ ॥

---

বেহাগ—আড়াঠেকা।

বিফলে জনম গেল না হ'ল সাধনা হরি।
সংসারসন্তাপে নাথ দিবানিশি জ্বলে মরি ॥
তব নামে যায় পাপ, ঘুচে যায় মনস্তাপ,
হেন সুধাময় নাম তবু কেন নাহি স্মরি ॥
প্রতিদিন মনে করি, তোমারে ভজিব হরি,
আপন করম-দোষে তখনি পুনঃ পাশরি—
হে মধুসূদন হরি ! বল কি উপায় করি,
বিষয়মদিরাপানে মত্ত মম মনকরী ॥ ৮৯ ॥

---

## বিবিধ-সঙ্গীত

সংকীর্ত্তন—চৌতাল।

সদয় শমন কবে হে জুড়াবে মনোহবদন।
নাথের বিরহ দহিছে হে অহরহ,
সে যদি নিদয় কি কাজ জীবন

একতালা।

আর কি তোমার পাব দরশন,
কোথা নাথ আছ ভুলে।
নয়নের বারি, মুছায়ে যতনে,
লবে কি হে কোলে তুলে॥
করিনি যতন, তাই প্রাণধন,
অভিমানে গেছ চলে।
এ স্মৃতি-অনল, দহিছে প্রবল,
নেভে না নয়নজলে॥
তোমা বিনা আর, কে আছে আমার,
না দেখি আপন জন।
ওহে তাপহারী, ঢাল কৃপাবারি, কর তাপ বিমোচন

দর্শকূশী।

এস এস গুণধাম, পূর্ণ কর মনস্কাম,
ব'স হৃদি-সিংহাসনে হৃদয়-রতন।

অন্তরের তমো নাশি, দেখাও সে রূপরাশি,
জুড়াও তাপিত চিত তৃষিত নয়ন ॥
কত ভালবেসেছিলে, একেবারে ভুলে গেলে,
অভাগা কপালদোষে বিধির লিখন।
দেখ নাথ মরি মরি. কেমনে জীবন ধরি.
নিবিড় আঁধারময় নেহারি ভুবন ॥
মেলতা।
হৃদয়-শশী, উদয় হও আসি,
কর দুখ-তম নিবারণ ॥ ২০ ॥

---

আড়ানা-বাহার—ঝাঁপতাল।

( নাথ ) যায় যেন দিন তোমারি নামগানে।
অন্য সাধ অবসাদ মম প্রাণে ॥
হেরিলে তোমারি মুখ, পাসরি হে সব দুঃখ,
হ'য়ো না দাসে বিমুখ, থেক নয়নে নয়নে ॥ ২১ ॥

---

মঙ্গল-বিভাষ—একতালা।

প্রেমময় তোমারি উচিত নয়।
ধরা দিয়ে দাও না ধরা এ কি ধারা আচরণ ॥
বুঝেছে প্রাণ আঁচে আঁচে, আছ তুমি কাছে কাছে,
দেখা দিতে কি ক্ষতি আছে, বাঁচে যদি অভাজন ॥

লুকোচুরি এ কি খেলা, খেলিছ হে দুটি বেলা,
আঁধারে বিজলী-খেলা, জ্বালা বড় প্রাণধন ॥
সাধ ক'রে নিয়েছি জ্বালা, সাধ ক'রে তো যায় না ভোলা,
হৃদয়মাঝে রইলো তোলা, সাধ ক'রে হই জ্বালাতন ॥১২॥

---

ভৈরবী—একতালা।

সাদা কি কালো হে তুমি, কোমল কি কঠিন,
রূপ কি অরূপ তুমি, নবীন কি প্রবীণ ॥
কি তুমি তা বুঝ্‌তে নারি,
মর্ম্ম বুঝে না খুঁজে মরি,
ধরি ধরি আবার নারি, ঘুরি আশায় চিরদিন।
লুকোচুরি খেলার তরে,
( তুমি ) বাস করেছ ভূতের ঘরে,
কেঁদে সারা হই ডরে, ভেবে জ্ঞানবুদ্ধিহীন ॥
তুমি খেল্‌ছো সুখের খেলা,
আমার মাথায় দুঃখের ডালা,
আমি মলেই ঘুচে জ্বালা, কবে আস্‌বে সে সুদিন ॥১৩॥

---

ভৈরবী—কাফা।

( মন আমার ) বিনা অনুভূতি।
লাভ কি হবে যতই পড় না বেদ ভাগবত পুঁথি॥
পড়া পাখী তো রাধাকৃষ্ণ বলে দিবারাতি,
রাধাকৃষ্ণে তায় কি রে তার হয় কভু প্রতীতি॥
ছল-চাতুরী প্রাণে ভরা মুখে হরিনাম-গীতি,
মনমুখে তোর মিল না হলে মিল্‌বে কি শ্রীপতি॥
চিত্তশুদ্ধি শুদ্ধা বুদ্ধি না হ'লে সঙ্গতি,
সে ধন কি মন পাবি কখন, ধ্যানে পায় না যোগী যতি॥
সকলের মূল সাধুসঙ্গ, হ'ল না তায় রতি,
ও তুই মোহের ঘোরে মর্‌বি ঘুরে পাবি না নিষ্কৃতি॥১৪॥

রামপ্রসাদী—লুম-ঝিঁঝিট—দাদ্‌রা।

কে তোমারে জান্‌তে পারে, তুমি না জানালে পরে।
বেদ-বেদান্ত পায় না অন্ত খুঁজে বেড়ায় অন্ধকারে॥
যাগ যজ্ঞ তপোযোগ, সকলই হয় কর্ম্মভোগ,
কর্ম্ম তোমার মর্ম্ম কি পায় তুমি সর্ব্বকর্ম্ম—পারে॥
সৃষ্টি জোড়া তোমার মায়া, কায়া নাই কেবলি ছায়া,
মাঠের মাঝে আকাশ ধরা, ঘুরে সারা চারি ধারে॥

তুমি প্রভু ইচ্ছাময়, যদি তোমার ইচ্ছা হয়,
অসাধ্য সুসাধ্য তার, তুমি কৃপা কর যারে ॥
তব কৃপা আশা করি, রয়েছি জীবন ধরি,
কৃপানাথ কৃপা করি, এস ব'স হৃদমাঝারে ॥ ৯৫ ॥

বাউল— বাহার-খাম্বাজ— একতালা।

ঘুম-পাড়ানে মাসী পিসী আয় আমার ঘরে।
[illegible] ঘুম দিয়ে যা, পান দিব বাটা ভ'রে ॥
ও সে আবদারে খোকা, তারে যায় না তো রোখা,
সদাই বাঁকা আবদারের তার নেই লেখা-জোখা ;—
সে এক খাবে তো আর ধিতবে,
আমি জোগাই তত কি ক'রে ॥
আবার ছটা সঙ্গী তার, তারা সবাই দুর্নিবার,
এক পাগলে রক্ষে নাই মোর সাত পাগলের ঘর ,—
আমি কাকে রুষি কাকে তুষি তাদের যা খুসী হয় তাই করে ॥
নিয়ে দস্যি খোকা হায়, আমার হল বিষম দায়,
বোঝালে সে বোঝে মানে না আপন ঝোঁকে ধায়,—
তাকে মারতে নারি মায়া ভারি,
আমি কেঁদে মরি অজঝরে।
গুরুদাস বলে কব কায়, আমার হৃদয় ফেটে যায়,
আমি শ্যাম রাখি কি কুল রাখি রে হল দারুণ দায় ,-
আমার মন-খোকার মন রাখতে গিয়ে
( ওরে ) প'ড়ে গেলাম কি ফেরে ॥ ৯৬ ॥

বাউল—মঙ্গল-বিভাব—একতালা।

ছ দেঁড়ে দেহতরী পাপে ভারি ভাস্‌ছে ভবনদীর নীরে ॥
বল রে কি সাহসে আছ ব'সে
মন মাঝি তাই সুধাই তোরে ॥
আস্‌ছে ধেয়ে দেখ্‌ না চেয়ে,কৃতান্ত মেঘ আঁধার ক'রে
এখনি উঠ্‌বে তুফান ডুব্‌বে তরী
উপায় কি তার করেছো রে ॥
নাই সাধুসঙ্গ সোলার ভেলা ধ'রে যে ভাই উঠ্‌বে তীরে ,
মোহ-আবর্ত্তে প'ড়ে ভেড়ের ভেড়ে
পাকে পাকে মর্‌বি ঘুরে ॥
ওরে ছাখ্‌ না চেয়ে অলপেয়ে দিবা অবসান হচ্ছে ধীরে ;—
এখনও নাই চেতনা হুঁস হ'ল না রাখ্‌বি তরী কেমন ক'রে
গুরুদাস ভেবে আকুল বলে বাতুল
উপায় তো আর দেখি না রে।
শ্রীগুরুর চরণ খোঁটায় বাঁধ্‌রে তরী
ত্বরা করি ভক্তি ডোরে ॥ ৯৭ ॥

বাউল—মূলতানী—একতালা।

ভবের মাঠে মায়ার বাজি দেখ রে মন মুদে আঁখি।
রঙ্গিনের বাজী দেখায়, লভ্য কি তায় খস্‌বে চাকি ॥

মরি রাজি কি অদ্ভুত, সঞ্চালিছে পঞ্চভূত,
কচ্ছে অণ্ড অগণিত, কি প্রকাণ্ড দেখ্ দেখি ॥
এটা সেটা পাঁচটা নিয়ে, বেশীর ভাগে কাদা দিয়ে,
গড়ছে পুতুল কিবা অতুল, অবাক্ দেখে তার চালাকি ॥
পুতুলে পুতুলে বিয়ে ঘরকন্না করে দুয়ে,
এ কি রঙ্গ পুতুল পেটে জন্মায় পুতুল খোকা খুকী ॥
বাজীকর মন দুজন বটে, কোন গুণ নাই মিন্সের ঘটে,
মাগীর গুণে সকল ঘটে, চাঁদীর খুটে চালায় মেকী ॥
আত্মারাম সরকারের গুণে, লাগ্‌না ভেল্কী অবোধ শুনে,
গুরু আত্মারামের স্থানে ব'সে দেখ্‌ছে সকল ফাঁকি ॥ ৯৮ ॥

বাউল্—ভীমপলশ্রী—একতারা।

আমার মন-মুহুরি ঠিকের ঘোরে, ঘুরে ম'ল দিন ফুরাল ?
( হিসাব ত না হল )
গোঁজা মিলে কদিন চলে, নিকাশের দিন নিকট এল ॥
অঙ্ক আছে থোকা থোকা, যে জন জানে লেখা জোখা,
তার কভু না হয় রে ধোঁকা,
আমার মন যে বোকা ধোঁকায় প'ল।
গর্ভের অঙ্কে আছে ছয়, সেটা বড় সোজা নয়,
ক'সে মেজে মিল কর মন, দূরে যাবে সব জঞ্জাল ॥

ডাইনে শূন্য বামে এক, যোগে যা হচ্ছে লাখ,
একঘুচায়ে চেয়ে দেখ, হাতে কেবল শূন্য র'ল ॥
অবোধ বলে কাজ কি কথায়, চল রে শ্রীনাথ যথায়,
সঙ্কেত পাবি তাঁরি কৃপায় দুয়ে কিসে এক হইল ॥

খট্—ঝাঁপতাল।

সোজা রে সন্ন্যাসী সাজা, হওয়া সেটা বিষম ল্যাঠা।
অহং ব্রহ্ম বল্লে কি হয়, ফল্লে বটে মানি সেটা ॥
সদাশিব সন্ন্যাসী শ্রেষ্ঠ, মায়াত্যাগী আছে রাষ্ট্র,
মহামায়া তাঁর ইষ্ট, মর্ম্ম এর বুঝিবে কেটা ॥
কাল কামিনী ঘরে যাঁর, কামিনী ত্যাগ মানি তাঁর,
যে ঘরে গৃহিণী হেন, শ্মশান হয় তার মণিকোটা ॥
বাবাতে কাঞ্চনত্যাগী, স্বভাবে নয় অভাব লাগি,
হইলে কাঞ্চন ত্যাগী, ভাণ্ডারী হয় কুবের বেটা ॥
সদা অন্নে হাত যার, সদা ক্ষুধা তৃপ্তি তার,
নাই ঘরে খাঁই বড়, এ কথায় হয়ো না চটা ॥
জ্ঞান-গঙ্গা নিরমল, যদি শিরে না বহিল,
কি ফল বহিয়ে বল, শিরে দীর্ঘ দীর্ঘ জটা ॥
ভালে অর্দ্ধচন্দ্র ফোঁটা, কোথা ভক্তি চন্দ্রছটা,
তিন ন্যাকলে আসল খাস্তা, ডাকের কথা আছে সেটা ॥

অবোধ বলে দীনহীন, ভাব রে মন এলোকেশী,
বিনা সেই সর্ব্বনাশী, সন্ন্যাসী আর করে কেটা ॥ ১০০

বাউল—বাহার-খাম্বাজ—একতালা।

( আমি ) শ্যাম নগরে পালিয়ে যাব থাকব না এ দেশে।
( সে ) প্রেমের হাটে প্রেম পসরা বেচ্‌বো রে ব'সে ব'সে ॥
( সেথায় ) শ্যাম নামে এক আছে মহাজন,
যে যত চায় সে তত পায়, প্রেমমূলধন.
( সে) চায়না ফিরে ঘুরে ঘুরে প্রেম বিলায় হেসে হেসে ॥
রাই নামে তার রাণী চমৎকার,
সখি সঙ্গে নহারঙ্গে বসিয়েছে বাজার,
শ্যাম অনুরাগে, প্রেমসোহাগে (হাটে)
ফিরছে রে কোটাল বেশে ॥
( সেথায় ) যা নিবি তাই বিকিয়ে যাবে ভাই,
তাজা মজা ভাল মন্দ কিছুই বিচার নাই ;
তাই কত তরী বোঝাই ভারি সুখসাগরে যায় ভেসে ॥
( ঐ দেখ )
ভবের হাটে মাল হ'ল পয়মাল,
ব্যাসাৎ করে ফ্যাসাতে ভাই হলেম কি নাকাল,
গেল পুঁজিপাটা বেলেঘাটা সার হ'ল অবশেষে ॥ ১০১

সাবী—কাৰ্ণা

দিন গেল মন বল হরি ছাড রে বাসনা।(ধুয়া

( ১ )

চৌবাশী লাখ জনম পেয়ে, তবু মিটল না তোর আশা,
(সেই) আশাব আশে বইলি বসে, বুদ্ধি খুব তোব খাসা।
অন্ত-দন্ত বহিত হ'ল, ( ও বে,) পাক্‌ল মাথাব কেশ,
এখনও তোর হুঁস হ'ল না, হবে কি গতি তোর শেষ।

( ২ )

কে তোমার বা তুমি বা কাব, (ও বে) ভেবে দেখ্ না মন
মায়ানিশায় মোহের ঘুমে ( ও মন ) দেখ্‌ছো কুস্বপন।
প্রাণ গেলে তোর হবে বে ভাই ( ঐ ) শ্মশানঘাটে ঠাঁই,
( ও রে ) দীনবন্ধু বিনে বন্ধু কেউ তখন তোর নাই।

( ৩ )

আপন জেনে যাদের তরে ( ও ভাই ) মব খেটে খেটে,
তুলে মডা দড়া দিয়ে ( তাবাই ) বাঁধবে এঁটে সেটে
"চল্লে তুমি, কল্লে কি মোব" প্রাণপ্রেয়সীর দাবী,
শুন্‌তে হবে তখনও ভাই থাবে যখন থাবি।।

( ৪ )

ভব-নদীর তুফান ভারি উঠ্‌ছে কত ঢেউ,
পারে নিতে পারে তোরে, এমন আছে কি তোর কেউ
ভবেরই কাণ্ডারী হরি, ( ও রে ) চরণতরী তাঁর,
তাই বলি মন দিন থাকিতে কর রে সুসার।। ১০২০।।

টিকুন্দ্রদাস—কাফী।

(কি ছার আর কেন মায়া"—সুর)

সুন্দর এই দেহ তোমার একদিন মাটীতে মিশাবে। (ধুয়া)

১

কচ্ছ বাড়ী লোহার কড়ি দিচ্ছ মজবুত হবে।
(ও তোর) বজ্র আঁটন ফস্কা বাঁধন দেখ্ না রে ভাই ভেবে

২

পান ভোজন সব নিয়মে খাও সালসা চ্যবনপ্রাশ।
(ও তোর) সকল ফিকির ফস্কে যাবে হবি কালের গ্রাস।

৩

দাঁত বাঁধিয়ে কলপ দিয়ে কাল কল্লে চুল।
(ওরে) ভাব কি আর চিত্রগুপ্তের খাতায় হবে ভুল॥

৪

অহঙ্কারে ভাই কও না কথা টাইটেল সি, এস; আই।
মুদ্‌লে আঁখি নিশানা তোর
(কেবল) থাক্‌বে চিতার ছাই॥ ১৮৩।

বাউল—ভৈরবী—খেম্টা।

ও মন বল্‌বো কি আর তোরে,
আমায় ফেল্লি চিড়ের বাইশ ফেরে॥
হও) কভু নাতান্ কভু সাতান্ (বাও) কভু তাট কভু উত্তান
ভাব্ তোমার ভাই পাই কেমন ক'রে,
তুমি সদাই থাক আপন ঝোঁকে
মিছে আমি মরি বকে,
দুখের কথা বল্‌ব কাকে, রাখ্‌লি চির-গোলাম ক'রে॥১০৪

---

বাউল—সারফর্দ্দা ঝিঁঝিট—লোফা।

("বল্ মাধাই মধুরস্বরে—সুর")

একতারা নাম তাই তোমার।
এক তারা বিনে একতারা তোর কেউ ভবে নাই আপনার
পাঁচ তারে ভাই বেতার বড় ঐক্য করা বিষম ভার।
এক বিনে নাই হৃদ্‌মাঝে তাই সার করেছ একটি তার॥
এক খরজে মন মজেছে, আর সুরের ধার না ধার।
কল্লে রেখাব গান্ধার মধ্যম পঞ্চম ধৈবত নিখাদ পরিহার॥
এক বিনে ভাই আর কিছু নাই তোর কাছে পাই
সাক্ষী তার।
তোর নাই বিভূতি একে মতি বুঝেছিস ভাই সারাৎসার॥

একতারা তোর নিজ্জন শরণ, উপায় কিছু নাই আমার।
তুমি নাম-প্রসঙ্গে প্রেম-তরঙ্গে কর ভব-সিন্ধু পার ॥১০৫॥

ভৈরবী—যৎ।

অপবিত্র ব'লে কি নাথ ত্যজিবে আমায়।
সমদর্শী নাম যে তোমার সর্ব্বশাস্ত্রে সদাই গায় ॥
খালা খন্দ বিল নালার জল উপছে গঙ্গা পানে ধায়,
গঙ্গা তো না বিচার করেন ধরেন আপন বুকে তায় ॥
ব্যাধের বাণ আর সাধুর ত্রিশূল নির্ম্মাণ হয় একই লোহায়
স্পর্শমণি কি ভিন্ন ভাবে স্বর্ণ করে দোঁহারি কায় ॥
অস্পর্শীয় চণ্ডালে কোল, বনের পশু চরণ পায়
কি গুণে নাথ জগাই মাধাই ভবসিন্ধু পারে যায় ॥
যদি প্রভু ঠেল হে পায়, যা হয় হবে ভাবি না তায়,
তুমি পতিতপাবন নাম খোয়াবে, আমার চিরকীর্ত্তি রবে
ধরায় ॥১০৬॥

---

ভীমপলশ্রী—একতালা।

ডাক জয় দুর্গা ব'লে।
ভবে কি করিলি, দিন গোঙালি, মানব-জনম যায় বিফলে
কষ্টসাধ্য জপতপস্যা কিছুই না ভাই কলিকালে,
ও রে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সকল মিলে নামের ফলে ॥

এই দেহবৃক্ষে পাপবিহঙ্গ বিহরে তাই কুতূহলে,
তুমি নাম গেয়ে দাও করতালি পালাবে সব দলে দলে ॥
মরুর মাঝে বিমল বারি ব'য়ে যায় মন নামের বলে,
প্রবল অনল হয় হে শীতল, গরল-ফণী গলায় দোলে ॥
কি দুর্দ্দৈব, এমন নামে আমার নাইক রুচি কোন কালে,
শিব জেনেছেন নামের তত্ত্ব, পঞ্চমুখে গান বিরলে ॥
শোন বলি মন কেন মিছে, ত্রিতাপ জ্বালায় মর জ্বলে,
তোর নাম-সাগরে ঘুচবে জ্বালা,
ভবের খেলা যাবে চলে ॥ ১০৭ ॥

ভৈরবী—একতালা।

কলনিনাদিনী কলুষনাশিনী শিব-সীমন্তিনী জয় মা গঙ্গে।
ত্রিলোকপালিনী মুক্তিপ্রদায়িনী সন্তাপবারিণী বিমল তরঙ্গে
হিমাচলে শির নিতম্ব সাগরে,
শায়িতা মা তুমি খাদ-শয্যাপরে,
নিশ্বাস-প্রশ্বাস লহরী-উচ্ছ্বাস খেলিছে মা তব হৃদয়ে রঙ্গে ॥
তব পুণ্যস্পর্শে নদ-নদীগণ,
তীর্থক্ষেত্র বলি হয়েছে গণন,
ভবের বন্ধন হয় মা খণ্ডন, ডরে গো কৃতান্ত নামপ্রসঙ্গে ॥

এ মুক্তি জগতে তুমি না থাকিলে,
কি হত মা গতি শিহরি ভাবিলে,
তব পূত জলে জীবন ত্যজিলে, পায় মাগো মুক্তি কীট-পতঙ্গে
সিতবরণী ও মা স্মিতাননা,
তোমার মহিমা কে করে বর্ণনা,
ঐরাবত-গর্ব্ব করিলে মা খর্ব্ব, হে ভীষ্মজননী লীলায়
ভ্রূভঙ্গে ॥
তব গুণগান করেন কৃত্তিবাস,
ও পরমপদে দেবেন্দ্রের আশ,
যার যে বাসনা হে শিবললনা,
হয় মা পূরণ চাহিলে অপাঙ্গে ॥ ১০৮ ॥

বেহাগ—কাওয়ালী।

জয় সংসারসাগরভেলা সন্তাপহারী গুরুদেব দেব।
জ্ঞান অঞ্জনদান, সুখশান্তিবিধান, করুণানিধান ভগবান্ ॥
জীবতারক নায়ক ভবভয়হারক পাবক মানসমলা ॥
শ্বেতকুসুমমাল, গলে দল দল, লোচন যুগল ঢল ঢল।
শ্বেত অম্বর শোভিত প্রেম অঞ্জনভূষিত
নাশক পরাণজ্বালা ॥ ১০৯ ॥

———

সাহানা—ধামার

মঙ্গলনিদান হরি, মিনতি পদকমলে।
ভারত-ঈশ্বরী মাতায় রাখ হরি, সুমঙ্গলে॥
ওহে শান্তি-নিকেতন, কর শান্তি বিতরণ,
সুদীর্ঘ জীবন তাঁর প্রার্থনা করি সকলে॥
আজি জন্মদিনে তাঁর, কিবা দিব উপহার,
কাঙ্গালের ধন তুমি, মোরা ধনী নামবলে।
অর্পিনু সে মহাধন যা'য় চতুর্ব্বর্গ মিলে॥ ১১০॥

সঙ্গীত সমাপ্ত

# দেবেন্দ্রনাথের কবিতাবলী

# কবিতাবলী

## হরিদ্বার দর্শনে

দেখ রে নয়ন ভরি হরিদ্বার-শোভা মন।
হিমালয়-পাদমূলে কি পবিত্র নিকেতন॥
শৈলসুতা বিমলিনী, শোভে গঙ্গা স্রোতস্বিনী,
পর্ব্বতপ্রাচীরে আহা কিবা সুশোভন॥
দূরে নীলাম্বর কায়, শোভে গিরি হিমালয়,
নিবিড় নীরদরেখা কিবা অগণন॥

## দীনতা

"করিনু তপস্যা ঘোর দ্বাদশ বৎসর,
তরু সম সহি হিমাতপ,
একাসনে একমনে ধ্যান নিরন্তর,
অসংখ্য অসংখ্য নাম-জপ,
সকলি ত ব্যর্থ হ'লো উপায় কি হবে বল ?"
—ভক্তহৃদি মগ্ন অভিমানে।
হেন কালে দৈববাণী হইল বিমানে :—

"শুন বৎস! ধ্যান, জপ, তপস্যা না চাই,
সে বড়াই না কর কখন,
আমার যা নাই, যদি পাই তব ঠাঁই,
হবে তব বাসনা পূরণ।"
কহে ভক্ত যুড়ি কর, "তুমি রাজরাজেশ্বর,
তোমার অভাব প্রভু যাহা,
আমি ক্ষুদ্র নর বল কোথা পাব তাহা?
পুনঃ বাণী—"সত্য আমি রাজরাজেশ্বর,
কমলা অচলা মম বাসে,
ষড়ৈশ্বর্য্য মম সেবা করে নিরন্তর,
ক্লান্ত আমি ঐশ্বর্য্য-বিলাসে,
তাই নরকায়া ধরি, অবনীতে অবতরি,
দীনতা সম্ভোগ করি হায়,
দেখ বুঝে ঈশ্বরত্বে দীনতা কোথায়?
যার আছে সে দীনতা, কেনা আমি তার
সাধনার দর্প নাহি কর,
দর্পহারী নাম মম ভুবনে প্রচার,
স্মরণ রাখিবে নিরন্তর,
যত আছে মম নাম, সকলি মঙ্গলধাম,
কিন্তু যেবা দীনবন্ধু বলে,
ঝরে প্রেম-মধু মম হৃদয়-কমলে"।

## ৺কাশী রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমের সেবকগণের প্রতি।

১

কাশীধাম পুণ্যক্ষেত্রে ব্রহ্মচারিগণ!
কে তোমরা দেহ পরিচয়,
পরিহরি ধ্যান জপ দেবতাদর্শন,
কি কাজে করিছ কাল ক্ষয়,
গৈরিক-বসন পরি, ভিক্ষান্নে জীবন ধরি,
ভোগতৃষা করেছ বর্জ্জন,
কেন তবে নাহি কর দেবতা-অর্চ্চন?

২

বিশ্বনাথ সাক্ষাৎ আছেন কাশীধামে,
যে ভজে সে পায় মুক্তিধন,
ভবের বন্ধন খসে যাঁর পুণ্য নামে,
তায় উদাসীন কি কারণ,
বুঝিতে নারিনু ভাব, বোঝ না কি লাভালাভ,
ভক্তি মুক্তি চাহ না কি ভাই?
অদ্ভুত রহস্য, তাই পরিচয় চাই।

৩

পুনঃ কে এ চারুমূর্ত্তি তোমাদের মাঝে ?—
নহে ত গৈরিক বস্ত্রধারী,
ব্রহ্মচারী সনে কেন সংসারীর সাজে,
মর্ম্ম কিছু বুঝিতে না পারি।
সংশয় করিয়া নাশ ; পূর্ণ কর অভিলাষ,
তোমা সবে এই নিবেদন,
বিস্ময়তরঙ্গে মম আন্দোলিত মন।

৪

'বুঝেছি বুঝেছি হায় বুঝেছি সম্প্রতি,
কে তোমরা নর-নারায়ণ,
জরাজীর্ণ মুমূর্ষের হরিতে দুর্গতি,
সেবাধর্ম্ম করেছ গ্রহণ,
ভক্তি মুক্তি নাহি চাও, বিপন্নে যথায় পাও,
বক্ষে করি আনি সযতনে,
সেবাশ্রমে সেবা কর, অতি সন্তর্পণে।

৫

পরহিতে সর্ব্বস্বার্থ করি বলিদান,
সেবাব্রত করেছ গ্রহণ,
নিয়ত সাধিতে যত্ন পরের কল্যাণ,
জপ তপ সব বিসর্জ্জন।
শাস্ত্রে আছে উপদেশ, সর্ব্বঘটে পরমেশ,
কিন্তু হায় বুঝে কয় জন ?
অনুভব বিনা, মাত্র মুখের বচন।

৬

সর্ব্বঘটে নারায়ণ না হ'লে দর্শন,
হেন সেবা কে করিতে পারে ?
সংক্রামক রোগী. বৈদ্য করে না স্পর্শন,
তুমি যত্নে সেবা কর তারে,
মলমূত্র মাখা-কায়, অচেতন মৃতপ্রায়,
দুর্গন্ধে নিকটে কেবা যায়,
কুড়াইয়া আনি, ব্যস্ত তার শুশ্রূষায়।

৭

কাশীবাসী দরিদ্র, গৃহস্থ অর্থহীন,
পীড়িত কে আছে কোনখানে,
ঘরে ঘরে তত্ত্ব ল'য়ে ফের প্রতিদিন,
বাঁচাও ঔষধ-পথ্যদানে,
যে ভাবে বিপন্ন যেবা, সাহায্য বা চায় সেবা,
বিমুখ তাহে না কভু হায়,
হেন স্নেহ কেবা কোথা দেখেছে ধরায়!

৮

কেহ বলে মাতার সমান স্নেহ নাই,
মাতৃস্নেহ অতুল এ ভবে,
সন্তানের প্রতি ঘটে দেখিবারে পাই,
অন্যে কি তা কখন সম্ভবে?
নিজ পুত্রে যে যতন, করে মাতা অনুক্ষণ,
পরপুত্রে না হয় তেমন,
তাই বলি মাতৃস্নেহ স্বভাব বন্ধন।

৯

আত্মার স্বাধীনভাব প্রেম নাম তার,
আত্মপর থাকে না বিচার,
জাতিনির্ব্বিশেষে খোলা সে প্রেম-ভাণ্ডার,
প্রবেশে সবার অধিকার,
ঘৃণা ভয় পরিহরি এই প্রেম হৃদে ধরি,
অকাতরে বিলাও ধরায়,
স্বার্থপর নর ব্যস্ত নিজের চিন্তায়।

১০

এ হেন পবিত্র প্রেম রস-আস্বাদন,
এ জীবনে ঘটিল না হায়!
বৃদ্ধের অবশ তনু, দুর্ব্বল জীবন,
অনুদিন জরাগ্রস্ত তায়,
পর-সেবা কেবা করে, ব্যস্ত নিজ সেবা তরে,
কর্ম্মফল যাহার যেবন,
তাই বলি ধন্য হে তোমরা মহাজন।

১১

সেবাশ্রমে সেবাকার্য্যে যে আছ যেখানে,
সবাকারে করি নমস্কার,
বিস্ময়ে করিছ রক্ষা বিবিধ বিধানে,
দেবপূজ্য-প্রেম-অবতার।
পরহিত-ব্রত ধরি, অবনীতে অবতরি,
পবিত্র করিলে ধরাধাম,
নিলে নাম স্বার্থ যায়-পূর্ণ হয় কাম।

## ধ্যান

১

আজ এ কি দেখাতেছ হে বিশ্বমোহিনী!
প্রকাশিতে ভাষা নাহি পাই,
রোগ শোক হাহাকারপূর্ণ সে মেদিনী,
কোথা গেল, আর কি সে নাই?
উঠেছে আনন্দরোল, স্বার্থপূর্ণ গণ্ডগোল,
বল মা গো! কোথা হ'ল লয়?
বিস্ময়ে স্তম্ভিত মন, ঘুচাও সংশয়।

২

সম্মুখে সুদূরে আরো দূরদূরান্তরে,—
ব্যাপ্তিবান্ নিবিড় আঁধার,
ভেদ করি কি শীতল আলোক বিস্তরে,
পলকে ঝলকে শত বার।
বল মা গো! বল বল এ কি অভিনব আলো,
কোথা হ'তে আসে নিরন্তর?
কোথায় ডুবিয়া গেল সেই প্রভাকর?

৩

সৃষ্টিছাড়া কোন্ দেশে আনিলে জননি!
ভাবিয়া ত ভাব নাহি পাই,
বুঝিতে না পারি মা গো! দিন কি রজনী,
এ দেশে কি চন্দ্র সূর্য্য নাই?
উজ্জ্বল আলোকরাশি কোথা হ'তে আসে ভাসি,
দেখাও মা, সে আলোকধাম.
দেশ-কাল যথা মা গো! ল'ভেছে বিশ্রাম।

৪

এ কি! এ কি! কোথা তুমি লইলে আশ্রয়?
দেখিতে না পাই মা গো তোরে।
আমার আমিত্ব কেন ক্রমে ক্ষীণ হয়,
ডুবিনু মা কি মাদকঘোরে?
দেখা দে মা! তোর তরে প্রাণ যে কেমন করে,
ঘুচায়োনা "আমিত্ব" আমার,
থাকুক সে "আমি" হ'য়ে সন্তান তোমার॥

## প্রার্থনা

যৌবনে বাসনাবশে তব পদে প্রভু!
করেছি প্রার্থনা কতমত ,
কখন সফল আশা বিফল বা কভু,
করিয়াছ নিজ ইচ্ছামত ॥

২

বার্দ্ধক্যের হিম-ক্রোড়ে শায়িত এখন,
নাহি অন্য আশা কোলাহল ।
একমাত্র সাধ এবে হয়ে অভাজন,
দয়াময় ! কৃপা করি কর হে সফল ॥

৩

তব দান হে প্রাণেশ ! এ প্রাণ-রতন,
ভোগকাল হ'লে অবসান ।
কৃতান্তে কভু না প্রভু করিবে প্রেরণ,
আমি তারে দিব না এ প্রাণ ॥

৪

পাইয়াছি তব ঠাঁই, দিব তব করে,
আনন্দে এ প্রাণ প্রাণধন ।
চেয়ে তব মুখপানে পুলক অন্তরে,
সুখভরে মুদিব নয়ন ॥

---

সমাপ্ত ।